ইন রে : ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ

১৪৩(১) এর অধীনে বেরুবাড়ি ইউনিয়ন

এবং এনক্লেভস রেফারেন্সের বিনিময়

(প্রধান বিচারপতি বি. পি. সিনহা, বিচারপতিগন এস. কে. দাস, পি. বি. গাজেন্দ্রাগাদকার , এ. কে. সরকার, কে. সুব্বা রাও, এম. হিদায়াতুল্লাহ, কে. সি. দাস গুপ্ত এবং জে. সি. শাহ ।)

রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স-ভারত-পাকিস্তান চুক্তি, ১৯৫৮-বেরুবাড়ি ইউনিয়নের বিভাগ এবং কোচবিহার ছিটমহল বিনিময়-যদি ভূখণ্ড বাতিল করা-বাস্তবায়ন-ভারতের সংবিধানের সংশোধন জড়িত থাকে, ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১, ৩, ৩৬৮।

১২ অগাস্ট, ১৯৪৭ তারিখের র‍্যাডক্লিফ রায়ের ফলস্বরূপ, বেরুবাড়ি ইউনিয়ন ১২ নং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পড়ে এবং ২৬ জানুয়ারী, ১৯৫০ সালে কার্যকর হওয়া সংবিধান দ্বারা এটিকে গণ্য করা হয়েছিল এবং সেই ভিত্তিতেই শাসিত হয়েছে। র‍্যাডক্লিফ রায়ের পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কিছু বিরোধ দেখা দেয় কিন্তু বেরুবারি সেই বিরোধের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দলগুলোর মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে গঠিত ব্যাগে কমিশনের সামনে সমস্যা ছিল না। সেই কমিশন ২৬ জানুয়ারী, ১৯৫০ তারিখে তার রায় প্রদান করে। পাকিস্তান ১৯৫২ সালে প্রথমবারের মতো বেরুবাড়ির প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং অভিযোগ করে যে র‍্যাডক্লিফ রায়ের অধীনে এটি পূর্ববঙ্গের অংশ হওয়া উচিত এবং ভুলভাবে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ২৮ আগস্ট, ১৯৪৯ সালে, কোচবিহার রাজ্যের শাসক ভারত সরকারের সাথে একীকরণের একটি চুক্তিতে প্রবেশ করে এবং সেই সরকার কোচবিহারের প্রশাসনের ভার গ্রহণ করে যা শেষ পর্যন্ত ১ জানুয়ারী, ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গের সাথে একীভূত হয়, যাতে এটির একটি অংশ গঠন করা যায়। এটি পাওয়া গেছে যে কোচ-বিহার রাজ্যের অন্তর্গত কিছু অঞ্চল বিভাজনের পরে পাকিস্তানের ছিটমহল হয়ে ওঠে এবং একইভাবে পাকিস্তানের কিছু ছিটমহল ভারতে পড়ে।

এর ফলে সৃষ্ট উত্তেজনা ও সংঘাত দূর করার জন্য ভারত ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ সালে ভারত-পাকিস্তান চুক্তি নামে একটি চুক্তিতে প্রবেশ করেন এবং সেই চুক্তির ৩ এবং ১০ আইটেমগুলি বেরুবাড়ি ইউনিয়নকে অর্ধেক ভাগ করার জন্য দেওয়া হয়েছিল। এবং অর্ধেক ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এবং পাকিস্তানের কোচবিহার ছিটমহল এবং ভারতে পাকিস্তান ছিটমহল বিনিময়ের জন্য।

পরবর্তীকালে উল্লিখিত আইটেমগুলি বাস্তবায়নের বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিলে, ভারতের রাষ্ট্রপতি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩(১)অধীনে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে উল্লেখ করেন।

আদেশ, চুক্তির সেই আইটেম নং ৩ কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে না যে এটির পক্ষগুলি এইভাবে রায় ছাড়াও বিরোধ নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিল, বন্ধুত্বপূর্ণভাবে এবং অ্যাডহক ভিত্তিতে অর্ধেক এবং অর্ধেক অঞ্চল ভাগ করে। এতে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে তারা রায়ের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন এবং তার ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন। বেরুবাড়ি সম্পর্কিত প্রশ্নটি অবশ্যই এই ভিত্তিতে বিবেচনা করা উচিত যে এতে ভারতের ভূখণ্ডের একটি অংশ পাকিস্তানের কাছে বরখাস্ত করা জড়িত এবং এটি ছিটমহল বিনিময় সংক্রান্ত চুক্তিতে আরও বেশি জোরের সাথে প্রযোজ্য।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে চুক্তির বাস্তবায়ন পশ্চিমবঙ্গের সীমানা পরিবর্তন করবে এবং সংবিধানের প্রথম তফসিলের ১৩ নম্বর এন্ট্রিকে প্রভাবিত করবে, কারণ প্রকৃতপক্ষে বেরুবাড়িকে পশ্চিমবঙ্গের একটি অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং সেখান থেকে শাসন করা হয়েছিল। রায়ের তারিখ এবং এইভাবে সংবিধানের সূচনার আগে এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর বিপরীত কোনো যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

অস্ট্রেলিয়া রাজ্য বনাম ভিক্টোরিয়া রাজ্য, (১৯১১) ১২ সি. আই. আর. ৬৬৭ এবং দ্য স্টেট অফ সাউথ অস্ট্রেলিয়া বনাম ভিক্টোরিয়া স্টেট, [১৯১৪] এ. সি. ২৮৩, বিশিষ্ট এবং অপ্রযোজ্য অনুষ্ঠিত।

যদিও প্রস্তাবনাটিকে সংবিধান প্রণেতাদের মনের চাবিকাঠি হিসাবে বর্ণনা করা সঠিক হতে পারে, তবে এটি সংবিধানের কোনো অংশ নয় এবং এটিকে কোনো মৌলিক শক্তির উৎস হিসাবে গণ্য করা যায় না যা সংবিধানের সংস্থা একাই প্রদান করতে পারে। সরকার, স্পষ্টভাবে বা অন্তর্নিহিত দ্বারা। এটি নিষেধাজ্ঞা এবং সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রেও সমানভাবে সত্য। সুতরাং, এটা বলা সঠিক ছিল না যে প্রস্তাবনা

কোনোভাবেই জাতীয় ভূখণ্ডের কিছু অংশ হস্তান্তর করার জন্য সংসদের ক্ষমতাকে সীমিত করতে পারে। কিংবা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১(৩)(গ) তাই করেছে।বলাটাও ঠিক ছিল না।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১(৩)(গ) সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বিদেশী অঞ্চলগুলি অধিগ্রহণ করার কোন ক্ষমতা প্রদান করে না কিন্তু শুধুমাত্র ভারত কর্তৃক তার সার্বভৌম অধিকারে অধিগ্রহণ করা অঞ্চলগুলির স্বয়ংক্রিয় শোষণকে স্বীকৃতি দেয় এবং ফলস্বরূপ, অন্তর্নিহিত করার ক্ষমতাকে বাদ দেয় না জাতীয় অঞ্চল। তাছাড়া সংশোধনের ক্ষমতাও সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদ এর অধীনে । সংবিধান সংশোধন সংবিধানের ১(৩)(গ) অনুচ্ছেদ করার ক্ষমতা সংসদকে দেয় যাতে জাতীয় অঞ্চল হস্তান্তর করার ক্ষমতাও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সুতরাং, এটা ভুল ছিল যে ভারতের সার্বভৌম রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের দুটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের অভাব ছিল, যেমন, বিদেশী অঞ্চল অর্জনের ক্ষমতা এবং জাতীয় ভূখণ্ড হস্তান্তর করার ক্ষমতা, এবং আইন প্রণয়নের কোনো প্রক্রিয়া প্রশ্নে চুক্তিটিকে বৈধ করতে পারে না।

যদিও এই ধরনের ভূখণ্ডের অবসান, যা আইনে সার্বভৌমত্বের হস্তান্তরের পরিমাণে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুব কষ্টের কারণ হতে হবে, একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিকার তার চুক্তি-প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং এই ধরনের সীমাবদ্ধতার সাপেক্ষে সংবিধান, স্পষ্টভাবে বা প্রয়োজনীয় অর্থের দ্বারা, চাপিয়ে দিতে পারে, কখনই সন্দেহের মধ্যে থাকতে পারে না এবং চুক্তিটি সাধারণ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বা সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারে কিনা তা অবশ্যই সংবিধানের বিধানের উপর নির্ভর করবে।

এটি সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদ গঠনে অনুমান করা যেতে পারে যে সংবিধান সংবিধানের রাজ্যগুলির আঞ্চলিক সীমার পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে এবং তাদের আঞ্চলিক অখণ্ডতার কোনও গ্যারান্টি ছিল না। বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে, এই অনুচ্ছেদটি ভারতের সাংবিধানিক রাজ্যগুলির আঞ্চলিক সামঞ্জস্যের সাথে সম্পর্কিত, এবং কেবল ভাষাগত বা অন্যান্য ভিত্তিতে তাদের পুনর্গঠন নয়। অনুচ্ছেদ ৩(গ) একটি রাজ্যের এলাকা হ্রাসের সাথে সম্পর্কিত এবং এটি প্রস্তাব করা অযৌক্তিক যে এটি জাতীয় ভূখণ্ডের অবসান কভার করার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত। প্রকৃত অবস্থান হল যে সংবিধান স্পষ্টভাবে বিদেশী ভূখণ্ড অধিগ্রহণ বা জাতীয় ভূখণ্ড বিলুপ্তির জন্য প্রদান করে না; প্রতিটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষমতাগুলি অন্তর্নিহিত।

ফলস্বরূপ, চুক্তিটি অনুচ্ছেদ ৩ এর সাথে সম্পর্কিত একটি আইন এবং ৩৬৮ অনুচ্ছেদের সাথে সম্পর্কিত আইন দ্বারা প্রয়োগ করা যাবে না অনিবার্য হতে

সুতরাং, এটি অনুসরণ করে যে, ৩৬৮ অনুচ্ছেদের অধীনে কাজ করা সংসদ বেরুবাড়ী এবং ছিটমহল উভয়কে কভার করে চুক্তিটি কার্যকর করতে এবং বাস্তবায়নের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করতে পারে বা

অনুচ্ছেদ ৩ আইন সংশোধন করে একটি আইন পাস করতে পারে। যাতে ভারতের ভূখণ্ড বাতিলের মামলাগুলি কভার করা যায় এবং তারপরে সংশোধিত অনুচ্ছেদ ৩ অধীনে চুক্তি বাস্তবায়ন একটি আইন তৈরি করা যায় .

পরামর্শের এখতিয়ার: ১৯৫৯ সালের বিশেষ রেফারেন্স নং ১।

বেরুবাড়ি ইউনিয়ন এবং ছিটমহল বিনিময় সংক্রান্ত ভারত-পাকিস্তান চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩(১) এর অধীনে ভারতের রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স।

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এই রেফারেন্সের দিকে পরিচালিত পরিস্থিতি এবং উল্লেখ করা প্রশ্নগুলি ১ এপ্রিল, ১৯৫৯ তারিখের রেফারেন্সের সম্পূর্ণ পাঠ্য থেকে প্রদর্শিত হয়, যা নীচে পুনরুত্পাদন করা হয়েছে:-

যেখানে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের সভাপতিত্বে সীমানা কমিশন নিযুক্ত হয় ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭ এর ধারা ৩-এর উপ-ধারা (৩) অনুসারে, একটি রায় তৈরি করেছে, যা পরে "র‍্যাডক্লিফ রায়" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং এর অনুলিপি এখানে সংযুক্তি। হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে, প্রদেশের সীমানা নির্ধারণ করে পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ উল্লিখিত আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর প্রকরণ (খ) দ্বারা গঠিত;

এবং যেখানে র‍্যাডক্লিফ রায়ের ব্যাখ্যার ফলে কিছু সীমানা বিরোধের উদ্ভব হয়েছিল, ভারতের অধিরাজ্য এবং পাকিস্তানের ডোমিনিয়ন, চুক্তির মাধ্যমে, মাননীয় লর্ড বিচারপতি অ্যালগট ব্যাগের সভাপতিত্বে বিচার ও চূড়ান্তের জন্য একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। উল্লিখিত সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি এবং সেই অনুযায়ী সীমানা নির্ধারণের জন্য;

এবং যেহেতু উল্লিখিত ট্রাইব্যুনাল উল্লিখিত সীমানা বিরোধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়েছে, এই ধরনের সিদ্ধান্তগুলিকে পরবর্তীতে "ব্যাগে রায়স" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যার একটি অনুলিপি এখানে সংযুক্তি ।। হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে;

এবং যেখানে, জলপাইগুড়ি জেলার সাপেক্ষে, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ এবং পূর্ববঙ্গ প্রদেশের মধ্যে সীমানা রেখার সীমারেখাটি র‍্যাডক্লিফ রায়ের অ্যানেক্সার A গঠনের তফসিলের অনুচ্ছেদ ১-এ নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে:-

"দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেউ এ থানা এবং জলপাইগুড়ি জেলার থানা তেতুলিয়ার মধ্যে সীমানা বরাবর একটি রেখা টানা হবে যেখানে সেই সীমানা বিহার প্রদেশের সাথে মিলিত হয়েছে এবং তারপরে তেতুলিয়ার থানার মধ্যবর্তী সীমানা বরাবর। এবং রাজগঞ্জ; পচাগড় এবং রাজগঞ্জের

থানা এবং পাচাগর ও জলপাইগুড়ির থানা এবং তারপরে থানা দেবীগঞ্জের উত্তর কোণে দার্জিলিং জেলার সীমানা পর্যন্ত চলবে এই লাইনের উত্তরে অবস্থিত জলপাইগুড়ি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত, তবে পাটগ্রামের থানা এবং জলপাইগুড়ি জেলার অন্য যে কোনও অংশ যা পূর্ব বা দক্ষিণে অবস্থিত তা পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত";

এবং যেখানে জলপাইগুড়ি জেলার সীমানা রেখার উপরোক্ত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার এবং পাকিস্তান সরকারের মধ্যে আরও একটি বিরোধ দেখা দেয়, তখন র‍্যাডক্লিফ রায় বেরুবাড়ি ইউনিয়ন নামে পরিচিত ওই জেলার ভূখণ্ড বরাদ্দ করে। নং ১২ (সেক্টর ম্যাপে নীল সমান্তরাল রেখা দ্বারা আচ্ছাদিত অঞ্চল হচ্ছে, যার একটি অনুলিপি এখানে পরিশিষ্ট III হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে) পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে, যেমন ভারত সরকার বা এটি নির্ধারিত হয়েছে। পূর্ব বাংলা প্রদেশে উল্লিখিত ভূখণ্ডের একটি বড় অংশ, যেমন পাকিস্তান সরকার দাবি করেছে;

এবং যেখানে র‍্যাডক্লিফের কিছু অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ন নিয়ে ভারত সরকার এবং পাকিস্তান সরকারের মধ্যে কিছু অন্যান্য বিরোধও দেখা দেয়। রায় এবং ব্যাগে রায়ের কিছু অংশ;

এবং যেখানে ভারতের কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলের পাকিস্তানে ছিটমহলগুলির অস্তিত্ব থেকে উদ্ভূত সমস্যা যা প্রাক্তন ভারতীয় রাজ্য কোচবিহারের অঞ্চলগুলির অংশ তৈরি করেছিল (সেক্টর ম্যাপে লাল রঙে দেখানো হয়েছে, যার একটি অনুলিপি এখানে সংযুক্তি IV হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে) এবং পাকিস্তানের কিছু অঞ্চলের ভারতের ছিটমহল (উল্লেখিত সেক্টর মানচিত্রে নীল রঙে দেখানো হয়েছে) অন্যান্য সীমান্ত সমস্যার পাশাপাশি ভারত সরকার এবং পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল;

এবং যেখানে, উত্তেজনার কারণগুলি অপসারণ এবং ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত অঞ্চলগুলির সাথে সম্পর্কিত সীমান্ত বিরোধ এবং সমস্যাগুলি সমাধান করার লক্ষ্যে এবং সেই অঞ্চলগুলিতে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, ভারত সরকারের পক্ষে এবং পক্ষে, এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, পাকিস্তান সরকারের পক্ষে এবং পক্ষে, ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কমনওয়েলথ সেক্রেটারি দ্বারা যৌথভাবে নথিভুক্ত করা নোটে উল্লেখিত কিছু বিরোধ ও সমস্যার নিষ্পত্তির জন্য একটি চুক্তিতে প্রবেশ করেছেন। , এবং পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ সম্পর্ক মন্ত্রনালয়, পাকিস্তান সরকার, যার একটি অনুলিপি এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে পরিশিষ্ট V হিসাবে, চুক্তিটি উল্লিখিত হিসাবে মূর্ত হয়েছে

নোটটি পরবর্তীতে "ভারত-পাকিস্তান চুক্তি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে;

এবং যেহেতু ভারত-পাকিস্তান চুক্তি তার অনুচ্ছেদ ২-এ আইটেম (৩) তে উল্লেখিত পদ্ধতিতে বেরুবাড়ি ইউনিয়ন নং ১২ নামে পরিচিত অঞ্চল সম্পর্কিত উপরোক্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করে, এই ধরনের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত চুক্তিটি পরবর্তীতে "চুক্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে বেরুবাড়ী ইউনিয়ন সম্পর্কিত";

এবং যেখানে ভারত-পাকিস্তান চুক্তিটি পাকিস্তানে ভারতীয় ছিটমহল এবং ভারতে পাকিস্তান ছিটমহলগুলির অস্তিত্ব থেকে উদ্ভূত সমস্যাটির মীমাংসা করে ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে আইটেম (১০) আইটেম (৩) এর অনুচ্ছেদ ২ এর সাথে পঠিত পদ্ধতিতে, এই ধরনের ছিটমহল বিনিময় সংক্রান্ত চুক্তি পরবর্তীতে "ছিটমহল বিনিময় সংক্রান্ত চুক্তি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে;

এবং যেহেতু বেরুবাড়ি ইউনিয়ন সম্পর্কিত চুক্তির বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদের সাথে সম্পর্কিত সংসদের উপযুক্ত আইনের মাধ্যমে বা সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে সংবিধানের উপযুক্ত সংশোধনের মাধ্যমে কোনও আইনী পদক্ষেপের প্রয়োজন আছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদের বিধান বা উভয়;

এবং যেহেতু একটি সংশয় দেখা দিয়েছে যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩ এর সাথে সম্পর্কিত সংসদের একটি উপযুক্ত আইন ছিটমহল বিনিময় সংক্রান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট কিনা বা অতিরিক্ত বা বিকল্প হিসাবে, সংবিধানের একটি উপযুক্ত সংশোধনী অনুসারে এই উদ্দেশ্যে সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদের বিধানগুলি প্রয়োজনীয়;

এবং যেহেতু বেরুবাড়ি ইউনিয়ন সম্পর্কিত চুক্তি এবং ছিটমহল বিনিময় সংক্রান্ত চুক্তির বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত কোনো পদক্ষেপের সাংবিধানিক বৈধতা আইনের আদালতে প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যার মধ্যে এড়ানো যায় এবং দীর্ঘায়িত মামলা রয়েছে;

এবং যেহেতু, এখানে-আগে যা বলা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে পরবর্তীতে আইনের প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছে এবং সেগুলি এমন প্রকৃতির এবং এত গুরুত্বপূর্ণ যে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের মতামত সমীচীন। তার উপর প্রাপ্ত করা উচিত;

এখন, তাই, সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদের প্রকরণ (১) দ্বারা আমাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য, আমি, ভারতের রাষ্ট্রপতি, রাজেন্দ্র প্রসাদ, এতদ্বারা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি ভারতের সুপ্রিম কোর্টে বিবেচনা করার জন্য এবং রিপোর্ট করার জন্য উল্লেখ করছি, যথা:

"(১) বেরুবাড়ী ইউনিয়ন সম্পর্কিত চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কোন আইনী পদক্ষেপের প্রয়োজন আছে কি?

(২) যদি তাই হয়, তাহলে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩ এর সাথে সম্পর্কিত সংসদের একটি আইন কি এই উদ্দেশ্যে যথেষ্ট বা সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে সংবিধানের একটি সংশোধন প্রয়োজন, অতিরিক্ত বা বিকল্পে?

(৩) ছিটমহল বিনিময় সংক্রান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩-এর সাথে সম্পর্কিত সংসদের একটি আইন কি যথেষ্ট বা সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধানের একটি সংশোধনী প্রয়োজন, অতিরিক্ত বা বিকল্প?"

[পরিশিষ্ট বাদ দেওয়া হয়েছে]

১৯৫৯. ডিসেম্বর ৮, ৯, ১০ এবং ১১. এম.সি. সেটালভাদ, ভারতের অ্যাটর্নি-জেনারেল, সি. কে. দপ্তারি, ভারতের সলিসিটর-জেনারেল, এইচ.এন. সান্যাল, ভারতের অতিরিক্ত সলিসিটর-জেনারেল, জি.এন. জোশি, আর. এইচ. ধেবর, এবং টি. ভারতের ইউনিয়ন। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে রাজ্যগুলির ভূখণ্ডের অখণ্ডতা ভারতের সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত করা হয় না এবং ভূখণ্ড সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রেও সংসদকে সর্বোচ্চ করা হয়। সংবিধানের প্রথম অংশটি ইউনিয়নের অঞ্চলের ক্ষেত্রে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোড। অবশিষ্ট ক্ষমতা সংসদে ন্যস্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডার সংবিধানের বিধান সম্পূর্ণ ভিন্ন।

১২ নং বেরুবাড়ি ইউনিয়নের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর চুক্তিতে কোনো ভূখণ্ড ছাড় দেওয়া হয় না, তবে এটি কেবল পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করে, যা র‍্যাডক্লিফ রায় দ্বারা অস্পষ্ট ছিল। যেমন, চুক্তির এই অংশটি নির্বাহী দ্বারা কার্যকর করা যেতে পারে

কর্ম। যেখানে কেবলমাত্র সীমানা বন্দোবস্ত রয়েছে, এটি জমির ছাড়পত্রের বিচ্ছিন্নতার ঘটনা নয়। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া রাজ্য বনাম ভিক্টোরিয়া রাজ্য, ১২ সি এল আর ৬৬৭; পেন বনাম বাল্টিমোর, ১ ভেস। সেন. ৪৪৪; গ্র্যান্ডাল অন ট্রিটিজ, । এডিশন ., পিপি. ১১৫ এবং ১৬১; দ্য লেসি অফ ল্যাটিমার এট আল বনাম পোর্টিট, ১০ এল. এড। ৩২৮. বেরুবাড়ি ইউনিয়ন ১২ নং এর অঞ্চলগুলি অসাংবিধানিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা শাসিত হচ্ছিল এবং সংবিধানের প্রথম তফসিলের আইটেম ৩ এর মধ্যে পড়েনি। বেরুবাড়ি ইউনিয়ন পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব অঞ্চল হিসাবে শাসিত হয়েছিল, যদিও আইনত এটি অংশ ছিল না এর ভূখণ্ডের এবং এটিকে শাসিত করা হয়নি "যেন এটি গঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অংশ" তফসিল ।. এর আইটেম ৩ এর অর্থের মধ্যে। প্রধানমন্ত্রীর চুক্তির অধীনে বেরুবাড়ি ইউনিয়নের একটি অংশ পূর্ব বাংলাকে দেওয়ার ক্ষেত্রে সংবিধানের প্রথম তফসিলের কোনো সংশোধন জড়িত ছিল না। এ. আই. আর. ১৯৫৯ কলকাতা ৫০৬ এ ৫১৭ এবং ৫১৮ এ।

ইউনিয়নের নির্বাহী ক্ষমতা এই সীমাবদ্ধতার সাথে সংসদের ক্ষমতার সাথে সহ-বিস্তৃত যে নির্বাহী বিভাগ সংবিধানের বিধান বা সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইনের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে না। [১৯৫৫] ২ এস. সি. আর. ২৩৪-২৩৭ এ ২২৫। চুক্তি করার ক্ষমতা সার্বভৌম ক্ষমতার মধ্যে এবং কার্যনির্বাহী এবং সংসদ উভয়েই থাকে। চুক্তি ও চুক্তির ক্ষেত্রে নির্বাহী কর্মকর্তা যা করতে পারেন তা সরকারি কাজের অংশ। নির্বাহী একটি চুক্তি বা চুক্তিতে প্রবেশের মাধ্যমে একটি সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে যার মধ্যে ভূখণ্ড অধিগ্রহণ বা অবসান জড়িত নয়।

যদি বেরুবাড়ি সংক্রান্ত চুক্তি না হয় একটি নিছক নিষ্পত্তি বা বর্ণনার পরিমাণ সীমানা, তারপরে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩ এর সাথে সম্পর্কিত সংসদ দ্বারা আইন প্রণয়ন যথেষ্ট হবে তবে ৩৬৮ অনুচ্ছেদের অধীনে আইন প্রণয়ন অযোগ্য হবে। সংবিধানের প্রথম অংশ হল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোড যা ইউনিয়নের অঞ্চলগুলির সাথে সম্পর্কিত। অনুচ্ছেদ ১ ভারতের ভূখণ্ডকে রাজ্যগুলির অঞ্চল হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে; রাজ্যগুলির অঞ্চলগুলির বিবরণ ভারতের অঞ্চলকে বর্ণনা করে। অনুচ্ছেদ ২ নতুন রাজ্য বা নতুন অঞ্চলগুলির ভর্তির মাধ্যমে ইউনিয়নের অঞ্চলগুলির সাথে যোগ করার কথা চিন্তা করে। অনুচ্ছেদ ৩(ক) এর শেষ অংশে যে কোনো অঞ্চলকে একত্রিত করার কথা চিন্তা করে

যেকোনো রাজ্যের একটি অংশ এবং যেকোনো অঞ্চলের মধ্যে অধিগ্রহণ করা হতে পারে এমন বিদেশী অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত। অনুচ্ছেদ ৩(খ) বিদেশী অঞ্চল অধিগ্রহণ করে এবং রাজ্যের সাথে যুক্ত করে যে কোনও রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির কথা চিন্তা করে। অনুচ্ছেদ ৩(গ) বিদেশী শক্তির কাছে বিদায়ের মাধ্যমে যে কোনও রাজ্যের এলাকা হ্রাস করার কথা চিন্তা করে। অনুচ্ছেদ ৩ (খ) এবং (গ) ধারায় "বৃদ্ধি" বা "হ্রাস" শব্দের উপর কোন সীমাবদ্ধতা বা সীমাবদ্ধতা নেই এবং এগুলি বিদেশী অঞ্চল অধিগ্রহণ বা রাষ্ট্রীয় অঞ্চল বন্ধ করে বৃদ্ধি বা হ্রাস অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট বিস্তৃত। বাবুলাল পরতে মামলা দেখুন, [১৯৬০] ১ এস. সি. আর. ৬০৫. অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যায় কোন মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গি বা পূর্বকল্পিত ধারণা আমদানি করা উচিত নয়। সংবিধানের মতো একটি জৈব উপকরণের অনুচ্ছেদ ২ এবং ৩ অধীনে আইন। সংবিধানের ৩৬৮ অধীনে আইন প্রয়োজনীয় বা যথাযথ নয় । ৩৬৮ অনুচ্ছেদ রাজ্যগুলিকে একটি অসুবিধায় ফেলবে কারণ সেই অনুচ্ছেদের অধীনে এটি প্রয়োজনীয় হবে না, কারণ এটি অনুচ্ছেদ ৩ অধীনে থাকবে বিলটি সেই রাজ্যের কাছে তার মতামত প্রকাশের জন্য উল্লেখ করা।

কোচ-বিহার ছিটমহল বিনিময়ের সাথে ভূখণ্ডের বিলুপ্তি জড়িত নয় এবং চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য শুধুমাত্র নির্বাহী পদক্ষেপই যথেষ্ট। বৃহত্তর বন্দোবস্তের একটি অংশ হিসাবে প্রশাসনিক বিবেচনার জন্য অঞ্চলের বিনিময় ছাড়ের পরিমাণ নয়। ওপেনহাইম, ৮ম সংস্করণ, পি. ৪৫১, অনুচ্ছেদ ১৬৯, পি. ৫৪৮, অনুচ্ছেদ ২১৬, পি. ৫৪৭; হালসবুরি, ভলিউম . ৭, অনুচ্ছেদ ৬০৪ | এমনকি যদি লেনদেনে ভূখণ্ডের অবসান জড়িত থাকে, চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের ৩টিই যথেষ্ট হবে অধীনে আইন।

ইউনিয়নের অধিকার আছে অঞ্চল হস্তান্তর করার যদি এবং যখন উপলক্ষ দেখা দেয়। এই জাতীয় অধিকার প্রতিটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে ন্যস্ত থাকে এবং এর সংবিধান দ্বারা বিশেষভাবে প্রদত্ত না হলেও তা বোঝানো যেতে পারে। উইলফবি , ভলিউম ।, পি. ৫৭২।

এস.এম. বোস, অ্যাডভোকেট-জেনারেল, পশ্চিমবঙ্গ, বি. সেন, কে.সি. মুখার্জি এবং পি. কে. বোস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জন্য। ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের অধীনে সমগ্র জলপাইগুড়ি জেলা অস্থায়ীভাবে পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হয়েছিল। যদি র‍্যাডক্লিফ রায় সীমারেখা ঠিক করে দেয়, তাহলে কোনো বিরোধ থাকতে পারে না এবং চুক্তির কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে না। তবে রায় পেলে

ডট ফিক্স, লাইন এবং এটি অনির্ধারিত রেখে, তারপর ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের অধীনে, সমগ্র বেরুবাড়ি পশ্চিমবঙ্গে চলে যায়। আইনটি একটি রায়ের মাধ্যমে সীমানা নিষ্পত্তির কথা চিন্তা করে, প্রধানমন্ত্রীদের চুক্তির মাধ্যমে নয়। রায় যদি সীমানা মেটাতে না পারে, তাহলে পুরো জলপাইগুড়ি ভারতের। প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীর চুক্তিতে বেরুবাড়িকে অর্ধেক ভাগ করে দেওয়া হয়েছে রায়ের বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা না দিয়েই। এটা বলা ভুল ছিল যে চুক্তির পরিমাণ নিছক সীমানা নির্ধারণের জন্য। এতে পাকিস্তানের কাছে ভারতীয় ভূখণ্ড বাতিল করা জড়িত। সংবিধান শুধুমাত্র বিদেশী ভূখণ্ড অধিগ্রহণের ক্ষমতা দেয়, নয় ভারতীয় ভূখণ্ড বিদেশী শক্তির হাতে তুলে দেওয়া। প্রথমত, অনুচ্ছেদ ৩৬৮ অধীনে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন ভূখণ্ড বন্ধ করার জন্য আইন প্রণয়নের জন্য সংসদকে ক্ষমতা প্রদান করে এবং তারপরে অনুচ্ছেদ ৩ অধীনে আইন অবলম্বন করা যেতে পারে প্রণয়ন করে। অনুচ্ছেদ ৩(ক) শব্দ "কোনও অঞ্চল" বিদেশী অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত নয়; তারা ইতিমধ্যে যা অর্জিত হয়েছে এবং অনুচ্ছেদ ১ অধীনে ইউনিয়নের অংশ হয়ে উঠেছে তা প্রয়োগ করে পার্লামেন্টের ক্ষমতা আছে শুধুমাত্র সেই অঞ্চলের ক্ষেত্রে আইন পাস করার যেটির এখতিয়ার রয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩ কেবলমাত্র রাজ্যগুলির অঞ্চলগুলির অভ্যন্তরীণ বিন্যাসের সাথে সম্পর্কিত। এবং বিদেশী ভূখণ্ড অধিগ্রহণ বা বিদেশী শক্তির কাছে ভারতীয় ভূখণ্ড ত্যাগের সাথে লেনদেন করে না।

কৃষ্ণ কুমার চ্যাটার্জি এবং রামপ্রসন্ন রায়ের জন্য জনার্দন শর্মার সাথে এন.সি. চ্যাটার্জি এবং ইউ.এম. ত্রিবেদী, ডি.আর. প্রেম, বেদ ব্যাস, আর. থিয়াগারা-জন এবং গণপত রায়ের সাথে, (I) সভাপতি, ভারতীয় জনসংঘ, কেরালা, (২) সম্পাদক, জনসংঘ, মান্ডি, (৩) শ্রী টাটা শ্রীরামা মূর্তি, অখিলা ভারতীয় জনসঙ্ঘ, বিশাখাপত্তম, (৪) চেয়ারম্যান, ভারতীয় জনসঙ্ঘ, ম্যাঙ্গালোর, (৫) সেক্রেটারি, ভারতীয় জনসঙ্ঘ, সীতাপুর, (৬) শ্রী এন. থামবান নাম্বিয়ার, ভারতীয় জনসঙ্ঘ , থালিপারম্বু এবং (৭) সভাপতি, ভারতীয় জনসঙ্ঘ, পট্টম্বি (কোচিন)। প্রধানমন্ত্রীর চুক্তি কিছুতেই বাস্তবায়ন করা যাবে না। ভারতীয় ভূখণ্ড কোনোভাবেই হস্তান্তর করা যাবে না। বেরুবাড়ি একটি ইন্তে..১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর থেকে এটি পশ্চিমবঙ্গের দখলে ছিল এবং এটি ভারতের ইউনিয়নের গ্রাল অংশ ছিল।

র‍্যাডক্লিফ রায় অনুযায়ী একটি সীমানা নির্ধারণ, তবে এটি পাকিস্তানের ভূখণ্ড ত্যাগের একটি বিশুদ্ধ ঘটনা। দ্য স্টেট অফ সাউথ অস্ট্রেলিয়া বনাম ভিক্টোরিয়া স্টেট, ১২ সি. এল. আর. ৬৬৭,-এ মামলাটি রিপোর্ট করা হয়েছে কোন ভারবহন নেই, কারণ সেই ক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন ছিল না। একটি বিদেশী শক্তির কোন ভূখণ্ড প্রদান। একইভাবে, পেন বনাম বাল্টিমোর, ১ ভেস সেন. ৪৪৪, কোন ভূখণ্ডের অবসানের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না। আমাদের সংবিধানে কিছু নিহিত নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং এটি সম্পূর্ণরূপে সংশোধনযোগ্য সংবিধান নয়। সংবিধানের প্রস্তাবনা ভারতকে ভেঙে ফেলার অনুমতি দেয় না এবং ভারতের ভূখণ্ডের অখণ্ডতা রক্ষা করে। সংবিধানের ৪, ধারা ৩, প্যারা ২, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ড হস্তান্তর করার জন্য একটি নির্দিষ্ট ক্ষমতা দেয়। এটা অগত্যা সার্বভৌমত্বের ধারণা থেকে প্রবাহিত হয় না যে সরকারকে অবশ্যই তার অঞ্চল ছেড়ে দেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে। ৩৩ এল. এড. ৬৪২; ১৯৩৩ ইউ.এস. ২৫৮. অনুচ্ছেদ অধিগ্রহণের ক্ষমতার স্পষ্ট উল্লেখ। ১ এবং ২ ত্যাগ করার ক্ষমতা বাদ দেয়। সর্বোচ্চ "এক্সপ্রেশ উনিউস এক্সক্লুসিব অল্টারিউস " বিধির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ব্রোমস লিগাল ম্যাক্সিমাস , ১০তম এডিশন., পি. ৪৫২; সিরিজ, ৫তম এডিশন., পি. ২৪০; ১৯৫১ ইউ.এস. ৯১৪; উইলফবি , ভলিউম . ১, পি. ৫১৮. ভারতীয় পার্লামেন্ট সার্বভৌম নয় এবং এটি ভারতের ভূখণ্ড পরিবর্তন বা খণ্ড-বিখণ্ড করা বা ছিন্নভিন্ন করা নিষিদ্ধ। [১৯৫১] এস. সি. আর. ৭৪৪, ৯৬৮. প্রস্তাবনা হল নির্মাতাদের মন খোলার চাবিকাঠি। ৮ ই. আর. ১০৩৪; এ. আই. আর. ১৯৫৬ এস. সি. ২৪৬; [১৯৫০] এস. সি. আর ১০৯৮. বেরুবাড়ির এলাকা পাকিস্তানে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে হাজার হাজার মানুষের মৌলিক অধিকার জড়িত। কার্যনির্বাহী পদক্ষেপের মাধ্যমে ভোটাধিকার এবং নাগরিকত্বের অধিকার কেড়ে নেওয়া যাবে না।

সি.বি. আগরওয়ালা এবং এ.জি. রত্নপারখী, সেক্রেটারি, জলপাইগুড়ি বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল, সেক্রেটারি, অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক, কলকাতা এবং জলপাইগুড়ির শ্রী নির্মল বোস। কার্যনির্বাহী পদক্ষেপের মাধ্যমে চুক্তি বাস্তবায়ন করা যায় না। সরকার নিজের সম্পত্তি নিয়ে নয়, রাজ্যের সম্পত্তি নিয়ে কাজ করছে। এমনকি সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদের অধীনে আইন যথেষ্ট হবে না সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদের অধীনে আইন প্রণয়ন ছাড়া নাগরিকত্বের অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না। চুক্তি বাস্তবায়নে মৌলিক অধিকারের পার্ট ।।। দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে

সংবিধান জড়িত এবং বেরুবাড়ির যে অংশ পাকিস্তানকে দিতে হবে সেখানকার নাগরিকরা এ ধরনের সব অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদের অধীনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ভারতের নাগরিকদের তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদের অধীনে আইন করেও চুক্তিটি বাস্তবায়িত হতে পারে না যেহেতু প্রস্তাবনা দ্বারা আরোপিত সংশোধন করার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা রয়েছে৷ এই ধরনের চুক্তি শুধুমাত্র গণভোটের মাধ্যমে জনগণের সম্মতিতে বাস্তবায়িত হতে পারে।

ডি.আর. প্রেম (আদালতের অনুমতি নিয়ে)। অনুচ্ছেদ ৩ নতুন রাজ্য গঠন এবং প্রান্তিক নোটে নির্দেশিত অঞ্চল, সীমানা বা বিদ্যমান রাজ্যগুলির নাম পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। অনুচ্ছেদ ৩ বর্তমান সংবিধানে ধারা ২৯০ ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এ হিসাবে একই বিধান করেছে।। উভয়ই অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করে এবং বিদেশী অঞ্চলের সাথে নয়।

উত্তরে এম সি সেটালভাদ। র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ডে সীমানা রেখার বর্ণনা স্পষ্ট নয় এবং চুক্তির বিধান যে বিভাগটি অনুভূমিক হবে কেবলমাত্র এই বিভাজনটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত একটি রেখার মাধ্যমে হতে হবে যা অঞ্চলকে অর্ধেক ভাগ করে। প্রস্তাবনা সংবিধানের অনুচ্ছেদের দ্ব্যর্থহীন ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ওয়িল্লউঘব্য, ভলিউম ১, পি. ৬২ । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান, ১৯৫২ সংস্করণ, পি. ৫৯. প্রস্তাবনা সংবিধানের অংশ নয়। অনুচ্ছেদ ৩৬৮ ভাষায়ে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার এবং প্রস্তাবনার কারণে এটির উপর কোন সীমাবদ্ধতা স্থাপন করা যাবে না। নাগরিকত্বের অধিকার এবং মৌলিক অধিকার অনুচ্ছেদ ৩৬৮ অধীনে ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে না। এটি শুধুমাত্র অনুচ্ছেদ ২ বা ৩ (ক) অধীনে আইন দ্বারা যে বিদেশী অঞ্চল অধিগ্রহণ করা যেতে পারে এবং ভারতের অংশ হতে পারে। অনুচ্ছেদ ৩ ভাষা বা সুযোগ সীমাবদ্ধ করার কোন কারণ বা পরোয়ানা নেই। অনুচ্ছেদ ৩ এর ধারা (ক) স্পষ্টভাবে বিদেশী অঞ্চলের সাথে সম্পর্কিত এবং ধারা (খ) এবং (গ) বিদেশী ভূখণ্ডের সাথে সম্পর্কিত নয় বলে অন্য কোন উপায়ে বিবেচনা করার জন্য কোন পরোয়ানা নেই। সংবিধানের প্রথম অংশের অন্য প্রতিটি বিধানে ভারতীয় এবং বিদেশী দুই ধরনের ভূখণ্ডের কথা বলা হয়েছে-এবং প্রাকারন (খ), (গ), (ঘ) এবং (উ) এ অনুচ্ছেদ ৩ শুধুমাত্র এক ধরনের অঞ্চল কল্পনা করার কোনো কারণ নেই। আদালতের অনুমান করা উচিত নয়

সীমার সমন্বয়কে কঠিন করে তুলবে এমনভাবে বিধান। ভূখণ্ড হস্তান্তর করা এবং অধিগ্রহণ করা সার্বভৌমত্বের মূল বিষয়। ওয়িল্লউঘব্য, ভলিউম ১, পি পি. ৫৭৫ এবং ৫৭৬, উইলিস ,পি পি . ২৫৪ থেকে ২৫৫। কোন সংবিধানে ভূখণ্ড বন্ধ করার কোন নির্দিষ্ট বিধান নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভূখণ্ড হস্তান্তরের ক্ষমতা তার চুক্তি প্রণয়নের ক্ষমতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং শ্রী এন.সি. চ্যাটার্জির দ্বারা বলা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪, ধারা ৩, অংশ ২ দ্বারা প্রদত্ত নয়। ওয়িল্লউঘব্য, ভলিউম ১, পি. ৯০. আইনের অধীনে সংসদকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। নাগরিকত্বের অধিকার হরণ করা অনুচ্ছেদ ১১ অধীনে একটি আইন। অনুচ্ছেদ ৩ এবং ৪ "পরিপূরক এবং আনুষঙ্গিক" বিধানগুলির সাথে মোকাবিলা করবে এবং অনুচ্ছেদ ১১ অধীনে বিধান থাকতে পারে৷ নাগরিকত্বের অধিকারও কেড়ে নেওয়ার জন্য । ভূখণ্ডের অবসান অগত্যা হস্তান্তরকৃত অঞ্চলের বাসিন্দাদের জাতীয়তা এবং অধিকারকে প্রভাবিত করে। অ্যানসনের আইন এবং সংবিধানের কাস্টম, ৪ র্থ ইডিএন। ভলিউম ২, দ্বিতীয় খণ্ড, পি. ১৪১. ভূখণ্ড ত্যাগের ফলে আনুগত্য হস্তান্তর হলে মৌলিক অধিকার থাকতে পারে না।

১৯৬০. মার্চ ১৪. আদালতের মতামত দ্বারা উচ্চারিত হয়

বিচারপতি গাজেন্দ্রাগাদকার - ভারত ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীদের দ্বারা জারি করা নির্দেশ অনুসারে, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮, কমনওয়েলথ সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ভারত সরকারের এবং পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয়, পাকিস্তান সরকার, দুই দেশের মধ্যে বিরোধের ১০টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে এবং উল্লিখিত বিরোধগুলির বিষয়ে তাদের চুক্তি রেকর্ড করে একটি যৌথ নোটে স্বাক্ষর করেছে এবং তাদের নিজ নিজ প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দিয়েছে; এবং উত্তেজনার কারণগুলি অপসারণ এবং ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত অঞ্চলগুলির সাথে সম্পর্কিত সীমান্ত বিরোধ এবং সমস্যাগুলি সমাধান করার লক্ষ্যে এবং সেই অঞ্চলগুলিতে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, প্রধানমন্ত্রী, তাদের নিজ নিজ সরকারের পক্ষে কাজ করে, কিছু মীমাংসা করার জন্য একটি চুক্তিতে প্রবেশ করেন। উল্লিখিত যৌথ নোটে যে পদ্ধতিতে বিরোধ ও সমস্যার কথা বলা হয়েছে। এই চুক্তিকে বলা হয়েছে ভারত-পাকিস্তান

চুক্তি এবং পরবর্তীতে চুক্তি হিসাবে উল্লেখ করা হবে।

বর্তমান রেফারেন্সে আমরা চুক্তির দুটি বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন; চুক্তির অনুচ্ছেদ ২-এ আইটেম ৩ নিম্নরূপ:-

'(৩) ১২ নং বেরুবাড়ী ইউনিয়ন।

এটি এমনভাবে বিভক্ত হবে যে অর্ধেক এলাকা পাকিস্তানকে দেবে, বাকী অর্ধেক ভারতের সংলগ্ন ভারতের হাতে থাকবে। ১২ নং বেরুবাড়ী ইউনিয়নের বিভাগটি দেবীগঞ্জ থানার উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে শুরু করে অনুভূমিক হবে। বিভাগটি এমনভাবে করা উচিত যাতে পূর্ব পাকিস্তানের পচাগড় থানা এবং পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি থানার ১২ নং বেরুবাড়ি ইউনিয়নের মধ্যবর্তী কোচবিহার ছিটমহলগুলি বর্তমানে ভারতীয় ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত থাকবে এবং ভারতের সাথে থাকবে। পূর্ব পাকিস্তানের বোদা থানা এবং ১২ নং বেরুবাড়ি ইউনিয়নের মধ্যে অবস্থিত কোচবিহার ছিটমহলগুলি ছিটমহলের সাধারণ বিনিময়ের সাথে বিনিময় করা হবে এবং পাকিস্তানে চলে যাবে।"

একইভাবে চুক্তির ১০ নম্বর আইটেমটি নিম্নরূপ:-

"(১০) পাকিস্তানে যাওয়া অতিরিক্ত এলাকার জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি ছাড়াই পাকিস্তানের ওল্ড কোচবিহার ছিটমহল এবং ভারতে পাকিস্তান ছিটমহল বিনিময় করতে সম্মত হয়েছে।"

দেখা যাচ্ছে যে, পরবর্তীকালে বেরুবাড়ী ইউনিয়ন সংক্রান্ত চুক্তির বাস্তবায়নের জন্য আর্টের সাথে সম্পর্কিত সংসদের উপযুক্ত আইনের মাধ্যমে কোনো আইন প্রণয়নের প্রয়োজন আছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সংবিধানের ৩ বা অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে সংবিধানের উপযুক্ত সংশোধনের মাধ্যমে। সংবিধানের ৩৬৮ বা উভয়; এবং ছিটমহল বিনিময় সংক্রান্ত চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়েও একই ধরনের সন্দেহ দেখা দিয়েছে; এবং এটি আরও প্রতীয়মান হয় যে বেরুবাড়ি ইউনিয়ন সম্পর্কিত চুক্তির বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত যে কোনও পদক্ষেপের সাংবিধানিক বৈধতার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেইসাথে ছিটমহল বিনিময় সংক্রান্ত চুক্তিটি এড়ানো যায় এবং দীর্ঘস্থায়ী মামলা-মোকদ্দমা জড়িত আইনের আদালতে প্রশ্নবিদ্ধ হয়; এ কারণেই রাষ্ট্রপতি এমনটি মনে করেন আইনের যে প্রশ্নগুলো উঠে এসেছে সেগুলো এমন প্রকৃতির এবং এত গুরুত্বের যে এটি সমীচীন

ভারতের সুপ্রিম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা উচিত; এবং তাই, ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য প্রকরণ (১) এ সংবিধানের ১৪৩, দ্বারা তাকে প্রদত্ত তিনি নিম্নলিখিত তিনটি প্রশ্ন এই আদালতে বিবেচনা ও প্রতিবেদনের জন্য উল্লেখ করেছেন:-

(১) বেরুবাড়ী ইউনিয়ন সম্পর্কিত চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কোন আইনী পদক্ষেপের প্রয়োজন আছে কি?

(২) যদি তাই হয়, তাহলে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩ এর সাথে সম্পর্কিত সংসদের একটি আইন কি এই উদ্দেশ্যে যথেষ্ট বা সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে সংবিধানের একটি সংশোধন প্রয়োজন, অতিরিক্ত বা বিকল্পে?

(৩) ছিটমহল বিনিময় সংক্রান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩-এর সাথে সম্পর্কিত সংসদের একটি আইন কি যথেষ্ট বা সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধানের একটি সংশোধনী প্রয়োজন, অতিরিক্ত বা বিকল্প?

এইভাবে এই আদালতে উল্লেখ করা প্রশ্নগুলির সাথে মোকাবিলা করার আগে চুক্তির ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক পটভূমি সংক্ষিপ্তভাবে সেট করা প্রয়োজন৷ ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭-এ, ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৮ সালের জুনের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতে ক্ষমতা ভারতীয় হাতে হস্তান্তর করার তার অভিপ্রায় ঘোষণা করে। ৩ জুন, ১৯৪৭-এ, উল্লিখিত সরকার একটি বিবৃতি জারি করে যে পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। ১৮ জুলাই, ১৯৪৭ তারিখে, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭ পাস করে। এই আইনটি ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ থেকে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল, যেটি নির্ধারিত দিন ছিল। নির্ধারিত দিন থেকে, দুটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন ভারতে যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তান নামে পরিচিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। আইনের ধারা ২, উপ ধারা (৩) এবং (৪) এর ধারা ২ -এর বিধান সাপেক্ষে তা প্রদান করেছে। ভারতের ভূখণ্ডগুলি মহামহিমের সার্বভৌমত্বের অধীনে থাকা অঞ্চলগুলি হবে যা অব্যবহিত আগে নির্ধারিত দিনটি ব্রিটিশ ভারতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ব্যতীত যে অঞ্চলগুলি উপ-গুলির অধীনে ছিল। উপ ধারা (২) এর ধারা ২ ছিল পাকিস্তানের ভূখণ্ড। ধারা ৩, উপ ধারা (১), প্রদত্ত, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, যে নির্ধারিত দিন থেকে ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এর অধীনে গঠিত বাংলা প্রদেশের অস্তিত্ব বন্ধ হয়ে যাবে

এবং এর পরিবর্তে দুটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হবে যা যথাক্রমে পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ নামে পরিচিত হবে। উপ-ধারা (৩) এর ধারা ৩ অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি, পূর্বোক্ত নতুন প্রদেশগুলির সীমানা এমন হবে যেটি নির্ধারিত দিনের আগে বা পরে নির্ধারিত একটি সীমানা কমিশনের দ্বারা নির্ধারিত হবে বা সেই জন্য গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত হবেন, কিন্তু যতক্ষণ না সীমানা নির্ধারণ করা হয়, (ক) এই আইনের প্রথম তফসিলে নির্দিষ্ট করা বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট..... সেই অঞ্চল হিসাবে গণ্য হবে যেগুলিকে পূর্ববঙ্গের নতুন প্রদেশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে; (খ) বঙ্গ প্রদেশে এই আইনটি পাস হওয়ার তারিখে গঠিত অবশিষ্ট অঞ্চলগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের নতুন প্রদেশে অন্তর্ভুক্ত করা অঞ্চল হিসাবে গণ্য করা হবে। ধারা ৩, উপ-ধারা (৪), শর্ত থাকে যে "রায়" অভিব্যক্তির অর্থ, একটি সীমানা কমিশনের সাথে সম্পর্কিত, কমিশনের কার্যক্রমের সমাপ্তিতে গভর্নর-জেনারেলের কাছে তার রিপোর্টে কমিশনের চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশটি এখন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হিসাবে পরিচিত এবং এটি ভারতের একটি অংশ, যেখানে পূর্ববঙ্গ প্রদেশটি পাকিস্তানের একটি অংশ হয়ে উঠেছে এবং এখন পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত।

বেরুবাড়ী ইউনিয়ন ১২, যার সাথে আমরা উদ্বিগ্ন, এর আয়তন ৮.৭৫ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা দশ থেকে বারো হাজার বাসিন্দা। এটি জলপাইগুড়ি জেলার জলপাইগুড়ি থানায় অবস্থিত, যা প্রাসঙ্গিক সময়ে রাজশাহী বিভাগের একটি অংশ ছিল। এটি অবশ্য স্বাধীনতা আইনের প্রথম তফসিলে নির্দিষ্ট করা হয়নি, এবং যদি বিষয়টিকে উক্ত তফসিলের আলোকে বিবেচনা করতে হয় তবে এটি পশ্চিমবঙ্গের একটি অংশ হবে। কিন্তু, আমরা বর্তমানে যেমন উল্লেখ করব, স্বাধীনতা আইনের প্রথম তফসিলটি আসলেই কার্যকর হয়নি।

৩০ জুন, ১৯৪৭ তারিখে, গভর্নর-জেনারেল একটি ঘোষণা করেন যে এটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশকে বিভক্ত করা হবে। তদনুসারে, বাংলার জন্য একটি সীমানা কমিশন নিয়োগ করা হয়েছিল, যার মধ্যে হাইকোর্টের চারজন বিচারপতি এবং পরবর্তীতে একজন চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হবে।

স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ পরবর্তীকালে চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হন। যতদূর বাংলার বিষয় ছিল রেফারেন্সের উপাদান শর্তাবলী যে সীমানা কমিশনকে মুসলিম ও অমুসলিমদের সংলগ্ন এলাকা নির্ণয়ের ভিত্তিতে বাংলার দুই অংশের সীমানা নির্ধারণ করতে হবে; এটি করার জন্য এটিকে অন্যান্য বিষয়গুলিকেও বিবেচনায় নিতে হয়েছিল৷ তারপর কমিশন তার তদন্ত করে এবং ১২ আগস্ট, ১৯৪৭-এ একটি রায় দেয়, যা র‍্যাডক্লিফ রায় নামে পরিচিত (এরপরে রায় বলা হয়)। এটি লক্ষ্য করা যায় যে এই রায়টি স্বাধীনতা আইনের অধীনে নির্ধারিত দিনের তিন দিন আগে করা হয়েছিল। প্রতিবেদনটি দেখায় যে চেয়ারম্যান সিদ্ধান্তের উপর সাতটি মৌলিক প্রশ্ন তৈরি করেছিলেন যার ভিত্তিতে পূর্ব-পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি নির্ভর করে। প্রশ্ন নং ৬ আমাদের উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক; এটি এইভাবে তৈরি করা হয়েছিল:

> গ. ৬. দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষেত্রে কোন রাজ্যের দাবি প্রাধান্য দেওয়া উচিত যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা দার্জিলিং এর ক্ষেত্রে সমগ্রের ২-৪২% এবং জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে সমগ্রের ২৩.০৮% কিন্তু কোনটি প্রাকৃতিক অর্থে বাংলার অন্য একটি অমুসলিম এলাকার সাথে সংলগ্ন নয় এমন একটি এলাকা গঠন করে?

এটা প্রতীয়মান হয় যে কমিশনের সদস্যরা কোন প্রধান ইস্যুতে একটি সম্মত দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌঁছাতে অক্ষম ছিল, এবং তাই চেয়ারম্যানের নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প ছিল না। তদনুসারে চেয়ারম্যান এই কথায় প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন:-

> "সীমানা রেখার সীমানা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তফসিলে যা রায়ের সাথে অ্যানেক্সার এ গঠন করে এবং এর সাথে সংযুক্ত মানচিত্রে, অ্যানেক্সার বি। মানচিত্রটি চিত্রের উদ্দেশ্যে সংযুক্ত করা হয়েছে, এবং যদি এর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকা উচিত অ্যানেক্সার এ-তে বর্ণিত সীমানা এবং অ্যানেক্সার বি-তে মানচিত্রে বর্ণিত হিসাবে অ্যানেক্সার এ-তে বর্ণনা প্রাধান্য পাবে।"

অনুচ্ছেদ ১ অনুচ্ছেদ এ উপাদান. এটি প্রদান করেছিল যে "দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া থানা এবং জেলার তেতুলিয়ার থানার মধ্যে সীমানা বরাবর একটি রেখা টানা হবে।

জলপাইগুড়ি যে বিন্দু থেকে সেই সীমানা বিহার প্রদেশের সাথে মিলিত হয়েছে এবং তারপরে তেতুলিয়া ও রাজগঞ্জের থানা, পাচাগড় ও রাজগঞ্জের থানা এবং পাচাগড় ও জলপাইগুড়ির থানাগুলির মধ্যবর্তী সীমানা বরাবর, এবং তারপর থানার উত্তর কোণ বরাবর চলতে থাকবে। দেবীগঞ্জ থেকে কোচবিহার রাজ্যের সীমানা। এই লাইনের উত্তরে অবস্থিত দার্জিলিং জেলা এবং জলপাইগুড়ি জেলার অনেকটা অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত, তবে পাটগ্রামের থানা এবং যেকোনো জলপাইগুড়ি জেলার অন্যান্য অংশ যা পূর্ব বা দক্ষিণে অবস্থিত তা পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত হবে।" যেহেতু রায়টি দিনের তিন দিন আগে কার্যকর হয়েছিল। স্বাধীনতা আইনের অধীনে নিয়োগকৃত পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের আঞ্চলিক ব্যাপ্তি কখনই উল্লিখিত স্বাধীনতা আইনের তফসিল । এর অধীনে নির্ধারিত হয়নি তবে রায় দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল। কোন বিতর্ক নেই যে রায়ের তারিখ থেকে বেরুবাড়ী ইউনিয়ন ১২ নং প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অংশ হয়ে উঠেছে এবং সেভাবেই পরিচালিত হয়েছে।

ইতিমধ্যে গণপরিষদ যা ৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৬-এ তার আলোচনা শুরু করে, ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭-এর মধ্যরাতে ভারতের জন্য সার্বভৌম গণপরিষদ হিসাবে পুনরায় একত্রিত হয় এবং এটি ভারতের জন্য সংবিধানের খসড়া তৈরির ঐতিহাসিক কাজ শুরু করে। গণপরিষদ কর্তৃক একটি খসড়া কমিটি নিযুক্ত করা হয় এবং এর দ্বারা প্রস্তুতকৃত খসড়াটি ৪ নভেম্বর, ১৯৪৮ সালে এসেম্বলিতে পেশ করা হয়। যথাযথ আলোচনার পর খসড়াটি তিনটি পাঠের মধ্য দিয়ে পাস হয় এবং চূড়ান্ত হিসাবে এটি পরিষদের সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয় এবং ঘোষণা করা হয়। ২৬ নভেম্বর, ১৯৪৯ তারিখে পাস হয়। সেই তারিখে এটি ভারতের সংবিধানে পরিণত হয়; কিন্তু, অনুচ্ছেদ ৩৯৪, দ্বারা প্রদত্ত হিসাবে । শুধুমাত্র নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদগুলি সেই তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছিল এবং অবশিষ্ট বিধানগুলি ২৬ জানুয়ারী, ১৯৫০ থেকে, যে দিনটিকে সংবিধানে সংবিধানের সূচনা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১ অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে, ভারত, অর্থাৎ ভারত, রাজ্যগুলির একটি ইউনিয়ন হবে এবং রাজ্য এবং এর অঞ্চলগুলি হবে প্রথম তফসিলের অংশ এ, বি এবং সি-তে নির্দিষ্ট করা রাজ্য এবং তাদের অঞ্চলগুলি। অংশ এ-তে পশ্চিমবঙ্গকে রাজ্যগুলির মধ্যে একটি হিসাবে দেখানো হয়েছিল; এবং এটি প্রদান করা হয় যে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অঞ্চল সেই অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করবে যা সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে অন্তর্ভুক্ত ছিল। রায়ের আলোকে বেরুবাড়ি ইউনিয়ন ১২ নং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের একটি অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল এবং সেই ভিত্তিতেই আচরণ ও শাসন করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কিছু সীমানা বিরোধ দেখা দেয় এবং ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সালে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত আন্তঃ-অধিপত্য সম্মেলনে তাদের মধ্যে একমত হয়েছিল যে, বিলম্ব ছাড়াই এবং যে কোনও ক্ষেত্রে ৩১ জানুয়ারির পরে নয় একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা উচিত। , ১৯৪৯, উল্লিখিত বিরোধের বিচার এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য। এই ট্রাইব্যুনালটি ভারত-পাকিস্তান সীমানা বিরোধ ট্রাইব্যুনাল নামে পরিচিত, এবং এটির সভাপতিত্ব করেন মাননীয় লর্ড বিচারপতি আলগট ব্যাগে। এই ট্রাইব্যুনালকে পূর্ব-পশ্চিমবঙ্গের বিরোধের দুটি ধারা বিবেচনা করতে হয়েছিল কিন্তু এ উপলক্ষে বেরুবাড়ি ইউনিয়ন নিয়ে কোনো ইস্যু উত্থাপিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ট্রাইব্যুনালের সামনে কার্যক্রমে জলপাইগুড়ি জেলার কোনো উল্লেখ করা হয়নি। ব্যাগে রায়টি ২৬ জানুয়ারী, ১৯৫০-এ তৈরি করা হয়েছিল।

এর দুই বছর পর ১৯৫২ সালে পাকিস্তান সরকার প্রথমবারের মতো বেরুবাড়ি ইউনিয়নের প্রশ্ন উত্থাপন করে। এই পুরো সময়কালে বেরুবাড়ি ইউনিয়ন ভারতীয় ইউনিয়নের দখলে থাকে এবং একটি অংশ হিসেবে শাসিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের। ১৯৫২ সালে পাকিস্তান অভিযোগ করে যে এই রায়ের অধীনে বেরুবাড়ি ইউনিয়ন সত্যিই পূর্ব বাংলার অংশ হওয়া উচিত ছিল এবং এটি পশ্চিমবঙ্গের একটি অংশ হিসাবে ভুলভাবে আচরণ করা হয়েছিল। স্পষ্টতই এই বিষয়ে ভারত ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে সময়ে সময়ে চিঠিপত্র হয়েছিল এবং বিরোধটি ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল। এই পরিস্থিতিতেই ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ সালে দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বর্তমান চুক্তিটি হয়েছিল। ১২ নং বেরুবাড়ী ইউনিয়ন নিয়ে বর্তমান বিরোধের পটভূমি।

এই পর্যায়ে আমরা সংক্ষেপে সেই ঘটনার প্রেক্ষাপটের কথাও উল্লেখ করতে পারি যা শেষ পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রস্তাবিত কোচবিহার ছিটমহল বিনিময়ের দিকে নিয়ে যায়। ভারত সরকারের ধারা ২৯০

আইন, ১৯৩৫, বিধান করেছিল যে মহামান্য আদেশ-ইন-কাউন্সিল দ্বারা যে কোনও প্রদেশের এলাকা বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে পারে বা যে কোনও প্রদেশের সীমানা পরিবর্তন করতে পারে যদি নির্ধারিত পদ্ধতিটি পালন করা হয়। এটি সাধারণ ভিত্তি যে ভারত সরকার ১৯৪৭ সালের এক্সট্রা-প্রাভিন্সিয়াল জুরিসডিকশন অ্যাক্ট দ্বারা সেই পক্ষে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য অনুমোদিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ১২ জানুয়ারী, ১৯৪৯-এ, ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫, সংশোধন করা হয় এবং ধারা ২৯০ক এবং এর সাথে ধারা ২৯০খ যোগ করা হয়েছে। ধারা ২৯০-ক এইভাবে পড়ে:-

"২৯০-ক. চিফ কমিশনারের প্রদেশ হিসাবে বা গভর্নর বা প্রধান কমিশনারের প্রদেশের অংশ হিসাবে কিছু অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির প্রশাসন:-

(১) যেখানে পূর্ণ এবং একচেটিয়া কর্তৃত্ব, এখতিয়ার এবং ক্ষমতাগুলি ভারতের কোনও রাজ্য বা এই জাতীয় কোনও গোষ্ঠীর শাসনের জন্য এবং সম্পর্কিত ক্ষমতা আপাতত ডোমিনিয়ন সরকার দ্বারা প্রয়োগযোগ্য, সেখানে গভর্নর-জেনারেল সরাসরি আদেশের মাধ্যমে -

(ক) যে রাজ্য বা রাজ্যগুলির গোষ্ঠী সমস্ত ক্ষেত্রে এমনভাবে পরিচালিত হবে যেন রাজ্য বা রাজ্যগুলির গোষ্ঠী একটি প্রধান কমিশনারের প্রদেশ; বা

(খ) যে রাজ্য বা রাজ্যগুলির গোষ্ঠী সমস্ত ক্ষেত্রে এমনভাবে পরিচালিত হবে যেন রাজ্য বা রাজ্যগুলির গোষ্ঠী আদেশে নির্দিষ্ট করা কোনও গভর্নর বা প্রধান কমিশনারের প্রদেশের অংশ গঠন করে;"

ধারা ২৯০-খ(১) প্রদান করে যে গভর্নর-জেনারেল গভর্নরের প্রদেশের অন্তর্গত এলাকাগুলির প্রশাসনের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন বা একটি মুখ্য কমিশনার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যের দ্বারা, এবং এটি নির্দেশ করে যে অধিভুক্ত এলাকাটি সব ক্ষেত্রেই পরিচালনা করা হবে। একটি প্রতিবেশী অ্যাকসিডিং স্টেট দ্বারা যেন এই ধরনের এলাকা এই ধরনের রাজ্যের অংশ হয়ে ওঠে, এবং তারপরে ভারত সরকারের আইনের বিধানগুলি সেই অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে।

এইভাবে এই দুটি ধারা যুক্ত করার পর ভারত সরকার ভারতের ইউনিয়নের সাথে ভারতীয় রাজ্যগুলির একীকরণের জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।

সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ২৭ জুলাই, ১৯৪৯ তারিখে স্টেটস মার্জার (গভর্নরস প্রভিন্স) অর্ডার, ১৯৪৯ পাশ করা হয়েছিল। এই আদেশের প্রভাব হল যে রাজ্যগুলি প্রদেশগুলির সাথে একীভূত হয়েছিল সেগুলিকে সমস্ত দিক দিয়ে পরিচালনা করা হবে যেন তারা একটি অংশ গঠন করে শোষণকারী প্রদেশগুলির। সময়ে সময়ে এই আদেশ সংশোধন করা হয়। ২৮শে আগস্ট, ১৯৪৯-এ ভারত সরকার এবং কোচ-বিহার রাজ্যের শাসকের মধ্যে একীকরণের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং এই চুক্তির অনুসরণে ভারত সরকার ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ কোচবিহারের প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। ,; এইভাবে কোচবিহার ভারতের ভূখণ্ডের একটি অংশ হয়ে ওঠে এবং সেই অনুযায়ী সংবিধানের প্রথম তফসিলে ক্রমিক নং ৪ হিসাবে অংশ সি রাজ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপরে, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৪৯-এ রাজ্য একীভূতকরণ (পশ্চিমবঙ্গ) আদেশ, ১৯৪৯ পাস করা হয়েছিল। এটি প্রদান করেছিল যে যেখানে ভারতীয় রাজ্য কোচবিহারের শাসনের জন্য এবং তার সাথে সম্পর্কিত সম্পূর্ণ এবং একচেটিয়া কর্তৃত্ব, এখতিয়ার এবং ক্ষমতা ডোমিনিয়ন সরকার দ্বারা প্রয়োগযোগ্য ছিল, ধারা ২৯০ক এর অধীনে প্রণীত আদেশ দ্বারা প্রদান করা সমীচীন ছিল। উক্ত রাজ্যের প্রশাসনের জন্য সর্বক্ষেত্রে যেন এটি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অংশ গঠিত। ফলস্বরূপ, ১ জানুয়ারী, ১৯৫০-এ, পূর্বের কোচবিহার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের সাথে একীভূত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের অংশ হিসাবে শাসিত হতে শুরু করে। এই একীকরণের ফলস্বরূপ কোচবিহারকে সংবিধানের প্রথম তফসিলের অংশ সি রাজ্যের তালিকা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল এবং একই তফসিলে পশ্চিমবঙ্গকে যুক্ত করা হয়েছিল এবং প্রথম তফসিলে নির্ধারিত পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক বিবরণ সংশোধন করা হয়েছিল। এই ধারার সংযোজন দ্বারা যে অঞ্চলগুলিকে প্রশাসিত করা হচ্ছে এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যেন তারা সেই প্রদেশের অংশ। অন্য কথায়, কোচবিহারের একীভূত হওয়ার পরে পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যেগুলি সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত আগে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সেইসাথে যেগুলিকে প্রশাসিত করা হয়েছিল যেন তারা সেই প্রদেশের অংশ হিসাবে গঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে চন্দননগরের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চলগুলিতে আরও একটি সংযোজন করা হয়েছে তবে এই পর্যায়ে উল্লিখিত সংযোজন উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

দেখা যাচ্ছে যে কিছু এলাকা যা প্রাক্তন ভারতীয় রাজ্য কোচবিহারের অঞ্চলগুলির অংশ ছিল এবং যা পরবর্তীকালে ভারতের এবং তারপর পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চলগুলির একটি অংশ হয়ে উঠেছিল পাকিস্তানে বিভক্তির পরে ছিটমহল হয়ে ওঠে। একইভাবে কিছু নির্দিষ্ট পাকিস্তান ছিটমহল পাওয়া গিয়েছিল ভারত। পাকিস্তানে এবং ভারতে এই ছিটমহলগুলির অস্তিত্ব থেকে উদ্‌ভূত সমস্যা সহ অন্যান্য সীমান্ত সমস্যার কথা ভারত ও পাকিস্তান সরকার দীর্ঘদিন ধরে বিবেচনা করে আসছিল। পাকিস্তানে ভারতের এবং পাকিস্তানের ভারতে এই ছিটমহলগুলির অস্তিত্ব দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা এবং সংঘর্ষের একটি ধ্রুবক উত্স হিসাবে কাজ করেছিল। উত্তেজনা ও সংঘাতের এই কারণগুলি দূর করার লক্ষ্যে দুই প্রধানমন্ত্রী এই সমস্যা সমাধানের সিদ্ধান্ত নেন। বলেন, ছিটমহল এবং উল্লিখিত এলাকা বরাবর শান্তিপূর্ণ অবস্থা প্রতিষ্ঠা করা. এই বস্তুর সাথেই তাদের দ্বারা ছিটমহল বিনিময়ের বিষয়ে একমত হয়েছিল এবং চুক্তির অনুচ্ছেদ ৩ এর ১০ নম্বর আইটেমে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি সংক্ষেপে ছিটমহল বিনিময়ের ঐতিহাসিক ও সাংবিধানিক পটভূমি।

ভারতের ইউনিয়নের পক্ষে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল দাবি করেছেন যে বেরুবাড়ি ইউনিয়ন সংক্রান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের পাশাপাশি ছিটমহল বিনিময়ের জন্য কোনও আইনী পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই। বেরুবাড়ি ইউনিয়নের বিষয়ে তিনি যুক্তি দেন যে চুক্তিটি যা করতে চেয়েছিল তা হল পুরষ্কারে থাকা প্রাসঙ্গিক বিবরণে তাদের দ্বারা দেওয়া বিভিন্ন ব্যাখ্যার কারণে দুই দেশের মধ্যে যে বিরোধ বিদ্যমান ছিল তা সঠিক সীমানা নির্ধারণ করা বা চিহ্নিত করা। ; উল্লিখিত চুক্তিটি কেবলমাত্র সেই সীমানার স্বীকৃতি বা নিশ্চিতকরণ যা ইতিমধ্যেই স্থির করা হয়েছে এবং কোনও অর্থেই এটি একটি নতুন সীমানার প্রতিস্থাপন বা সীমানা পরিবর্তন নয় যা ভারতের আঞ্চলিক সীমার কোনও পরিবর্তনকে বোঝায়। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে উভয় সরকার যে রায় দ্বারা আবদ্ধ ছিল তার আলোকে সীমানা নির্ধারণ বা মীমাংসা ভারতের ভূখণ্ডের বিচ্ছিন্নতা বা বিলুপ্তি নয় এবং তার মতে, যদি নিশ্চিত হওয়ার ফলে রায়ের আলোকে প্রকৃত সীমানা, কিছু জমির দখল থাকতে হয়েছে

পাকিস্তানের কাছে আত্মসমর্পণ করলে তা ভূখণ্ড ত্যাগের সমান নয়; এটা নিছক সীমানা নির্ধারণের একটি পদ্ধতি। রায় আগেই সীমানা স্থির করেছিল; কিন্তু যেহেতু উল্লিখিত সীমানার অবস্থান নিয়ে দুই সরকারের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, সেই বিরোধটি রায়ের নির্দেশনার আলোকে এবং এর সাথে সংযুক্ত মানচিত্রের আলোকে সমাধান করা হয়। যেখানে এইভাবে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সীমানা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় এবং এটি তাদের উপর বাধ্যতামূলক রায়ের আলোকে মীমাংসা করা হয় যে চুক্তিটি এই জাতীয় বিরোধের মীমাংসাকে মূর্ত করে তাদের মধ্যে প্রকৃত সীমানা নির্ধারণের চেয়ে বেশি নয়। একের পক্ষে অন্যের পক্ষে অঞ্চল ছাড় বা বিচ্ছিন্নকরণ হিসাবে। এই যুক্তি অনুসারে সীমানার প্রকৃত পরিবর্তন বা ভূখণ্ডের প্রকৃত হ্রাসও ছিল না এবং সংবিধানের প্রথম তফসিলে পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চলগুলির বর্ণনায় কোনও পরিবর্তন বা পরিবর্তন করার সুযোগ থাকবে না।

বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেলের দ্বারা এটিও ক্ষীণভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে কোচবিহার ছিটমহল বিনিময় বেরুবাড়ি ইউনিয়ন সম্পর্কে সাধারণ এবং বৃহত্তর চুক্তির একটি অংশ এবং প্রকৃতপক্ষে এটি তার সাথে আনুষঙ্গিক। অতএব, উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে দেখা গেলে, এমনকি এই বিনিময়কে কোনো ভূখণ্ডের বিলুপ্তি জড়িত বলা যাবে না।

এই অনুমানে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল আরও দাবি করেছেন যে প্রকৃত সীমানা মীমাংসা এবং স্বীকৃতি শুধুমাত্র নির্বাহী পদক্ষেপের মাধ্যমে কার্যকর করা যেতে পারে এবং তাই দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে তা কোনো আইনী পদক্ষেপ ছাড়াই বাস্তবায়িত হতে পারে। এই যুক্তির সমর্থনে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল সংবিধানের কিছু বিধানের উপর নির্ভর করেছেন এবং আমরা এই পর্যায়ে সংক্ষেপে সেগুলি উল্লেখ করতে পারি।

সপ্তম তফসিলের তালিকা।-এর ১৪ নং এন্ট্রিতে এইভাবে লেখা আছে: "বিদেশের সাথে চুক্তি এবং চুক্তিতে প্রবেশ করা এবং বিদেশী দেশের সাথে চুক্তি, চুক্তি এবং কনভেনশনের বাস্তবায়ন"। অনুচ্ছেদ ২৫৩ অংশ XI-এ রয়েছে যা ইউনিয়ন এবং রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে কাজ করে। এটি উপলব্ধ করা হয়

যে "উল্লেখিত অধ্যায়ের পূর্বোক্ত বিধানগুলির মধ্যে যা কিছুই থাকুক না কেন, অন্য কোনো দেশ বা দেশের সাথে কোনো চুক্তি, চুক্তি বা কনভেনশন বা কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ভারতের সমগ্র বা কোনো অংশের জন্য কোনো আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের আছে। আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সমিতি বা অন্য সংস্থা"। এন্ট্রি ১৪ এর রেফারেন্স দ্বারা এই ক্ষমতা সংসদকে দেওয়া হয়। এছাড়া একই অংশে আরও তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে যা প্রাসঙ্গিক। অনুচ্ছেদ ২৪৫(১) পার্লামেন্টকে সমগ্র বা ভারতের ভূখণ্ডের যেকোনো অংশের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়; অনুচ্ছেদ ২৪৫(২) বিধান করে যে সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনকে অবৈধ বলে গণ্য করা হবে না এই কারণে যে এটির বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপ থাকবে; অনুচ্ছেদ ২৪৬ আইনের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে যা সংসদ তৈরি করতে পারে; এবং অনুচ্ছেদ। ২৪৮ সংসদে আইন প্রণয়নের অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রদান করে। ২৪৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে সমসাময়িক তালিকা বা রাজ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কোনও বিষয়ে সংসদের যে কোনও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে। অন্য কোন দেশের সাথে কোন চুক্তি, চুক্তি বা কনভেনশন সম্পর্কে আইন প্রণয়ন এবং এই ধরনের চুক্তি বা কনভেনশনকে কার্যকর করার জন্য সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

যাইহোক, এটিকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে চুক্তিগুলি তৈরি করা এবং সেগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্বাহী ক্ষমতাগুলি সহ-বিস্তৃত এবং সংসদের ক্ষমতাগুলির সাথে সহ-সংঘবদ্ধ। এই যুক্তিটি নির্দিষ্ট কিছু প্রবন্ধের বিধানের উপর ভিত্তি করে চাওয়া হয়েছে যার রেফারেন্স করা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ৫৩(১) বিধান করে যে ইউনিয়নের নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকবে এবং সংবিধান অনুসারে সরাসরি বা তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তিনি তা প্রয়োগ করবেন। অনুচ্ছেদ ৭৩ যার উপর দৃঢ় নির্ভরতা রাখা হয়েছে তা ইউনিয়নের নির্বাহী ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করে। অনুচ্ছেদ ৭৩(১) বলে "এই সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে ইউনিয়নের নির্বাহী ক্ষমতা প্রসারিত হবে (ক) সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে এমন বিষয়ে; এবং (খ) এই ধরনের অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে। , কর্তৃত্ব এবং এখতিয়ার যেমন ভারত সরকার দ্বারা প্রয়োগযোগ্য কোনো চুক্তি বা চুক্তির দ্বারা প্রদত্ত

উপ-প্রকরণ (ক)-এ উল্লিখিত নির্বাহী ক্ষমতা। এই সংবিধানে বা সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইনে স্পষ্টভাবে প্রদত্ত ব্যতীত, কোনো রাজ্যে এমন বিষয়ে প্রসারিত হবে না যেগুলির বিষয়ে রাজ্যের আইনসভারও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে"; এবং অনুচ্ছেদ ৭৪ যে বিধান করে রাষ্ট্রপতিকে তার কার্য সম্পাদনে সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সাথে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকবে এবং অনুচ্ছেদ ৭৪(২) এ প্রশ্ন তুলেছে যে কোনটি, এবং যদি তাই হয়, তাহলে কি পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল; বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেলের মতে, অনুচ্ছেদ ৭৩(১)(ক) এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি এন্ট্রি ১৪-এর দ্বারা প্রয়োগযোগ্য। তালিকা ।, সপ্তম তফসিলে, যেখানে সংবিধানের ২৫৩ অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি সাদৃশ্যপূর্ণ রায় সাহেব রাম জাওয়ায়া কাপুর এবং ওরসে বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (১)এই আদালতের একটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শেষ হয়। ভারতীয় সংবিধানের প্রধান বিচারপতি মুখার্জির অধীনে কার্যনির্বাহী সরকার যে সীমার মধ্যে কাজ করতে পারে সেই প্রশ্নটি মোকাবেলা করে, যিনি আদালতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন, তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন যে "উক্ত সীমাগুলি ফর্মের রেফারেন্সের মাধ্যমে খুব বেশি অসুবিধা ছাড়াই নির্ণয় করা যেতে পারে। কার্যনির্বাহী যা আমাদের সংবিধান স্থাপন করেছে", এবং যোগ করেছে যে "নির্বাহী কার্যের মধ্যে রয়েছে নীতি নির্ধারণের পাশাপাশি এটিকে কার্যকর করা, আইন প্রণয়ন, শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সামাজিক প্রচার এবং অর্থনৈতিক কল্যাণ, বৈদেশিক নীতির দিকনির্দেশ, প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের সাধারণ প্রশাসনের তত্ত্বাবধান বা তত্ত্বাবধান। এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল তার যুক্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আসুন আমরা প্রথমে বিবেচনা করি যে চুক্তিটি আসলে কী করেছে। এটি কি সত্যিই রায়ের আলোকে সীমানা নির্ধারণের উদ্দেশ্য ছিল, নাকি বিতর্কিত অঞ্চলকে অর্ধেক ভাগ করে একটি অ্যাডহক ভিত্তিতে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করেছে? চুক্তির প্রাসঙ্গিক অংশ পড়া এটা

(১) [১৯৫৫] একটি এস. সি. আর. ২২৫।

এই উপসংহার থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন যে এর পক্ষগুলি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে বিরোধ সমাধানের সবচেয়ে সমীচীন এবং যুক্তিসঙ্গত উপায় হবে প্রশ্নে এলাকাটিকে অর্ধেক এবং অর্ধেক ভাগ করা। রায় বা রায় আসলে কি বোঝায় তা নির্ধারণ করতে। চুক্তিটি এই সিদ্ধান্তের বিবৃতি দিয়ে শুরু হয় যে বিরোধপূর্ণ এলাকাটি এমনভাবে বিভক্ত হবে যাতে অর্ধেক এলাকা পাকিস্তানকে দেওয়া হয়, বাকি অর্ধেক ভারতের সংলগ্ন ভারত বজায় রাখে। অন্য কথায়, চুক্তিতে বলা হয়েছে যে, বেরুবাড়ি ইউনিয়নের ১২ নং এলাকাটির পুরো এলাকা ভারতের অভ্যন্তরে থাকলেও ভারত তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দান ও গ্রহণের মনোভাব নিয়ে পাকিস্তানকে এর অর্ধেক দিতে প্রস্তুত ছিল। দলগুলি এবং তাদের মধ্যে উত্তেজনার কারণগুলি দূর করে। এই সিদ্ধান্তে আসার পরে চুক্তিটি বর্ণনা করে যে কীভাবে সিদ্ধান্তটি কার্যকর করতে হবে। এটি প্রদান করে যে এলাকার বিভাজন দেবীগঞ্জ থানার উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে শুরু করে অনুভূমিক হবে। এতে আরও বলা হয়েছে যে পূর্ব পাকিস্তানের পচাগড় থানা এবং পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি থানার ১২ নং বেরুবাড়ি ইউনিয়নের মধ্যবর্তী কোচ-বিহার ছিটমহলগুলি ভারতের কাছে থাকবে। এটি আবার এলাকাকে অর্ধেক ভাগ করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিধান অর্ধেক তথাপি, পূর্ব পাকিস্তানের বোদা থানা এবং বেরুবাড়ি ইউনিয়ন ১২ নং এর মধ্যে নীচের দিকে কোচবিহার ছিটমহলগুলিকে বিভক্ত করার জন্য আরেকটি বিধান করা হয়েছে এবং এটি প্রদান করা হয়েছে যে সেগুলি ছিটমহলগুলির সাধারণ বিনিময়ের সাথে বিনিময় করা হবে এবং পাকিস্তানে চলে যাবে৷ আমাদের মতে, এই চুক্তির প্রতিটি ধারা স্পষ্টভাবে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে দেখায় যে, রায় ব্যতীত এবং স্বাধীনভাবে, এলাকাটিকে অর্ধেক ভাগ করতে সম্মত হয়েছিল এবং এই বিভাজন কার্যকর করার পদ্ধতিটি বিশেষভাবে নির্দেশিত হয়েছিল যে জন্য চার উপাদান বিধান. যদি তাই হয়, তবে এই যুক্তিটি মেনে নেওয়া কঠিন যে চুক্তির এই অংশটি রায়ের আলোকে সীমানা নির্ধারণ এবং সীমানা নির্ধারণের চেয়ে বেশি নয়।

সন্দেহ নেই যে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল দ্বারা প্রস্তাবিত যে বর্ণনার একটি পরীক্ষা

থানার সীমানা সম্পর্কিত রায়ের তফসিলের সংযোজন এ এতে একটি ঘাটতি প্রকাশ করেছে, কারণ এতে থানা বোদা এবং জলপাইগুড়ি থানার মধ্যে সীমানা সম্পর্কে কোনও উল্লেখ ছিল না; এবং যুক্তি হল যে এই বর্ণনার ফলাফল হল যে দুটি পয়েন্ট নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, একটি বেরুবাড়ি ইউনিয়নের পশ্চিম সীমানায় (পাচাগড় ও জলপাইগুড়ি থানার মধ্যবর্তী সীমানা) এবং অন্যটি পূর্ব সীমানায় (দেবীগঞ্জের থানার উত্তর কোণে যেখানে এটি কোচবিহার রাজ্যের সাথে মিলিত হয়েছে) এই সীমানাগুলিকে কীভাবে সংযুক্ত করা হবে তার কোনও ইঙ্গিত না দিয়ে। এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে রায়ের তফসিলে মানচিত্র, অ্যানেক্সার বি-তে আঁকা লাইনটি, যদি উক্ত রায়ের পরিশিষ্টে তফসিল এ-তে দেওয়া বর্ণনা থেকে স্বাধীনভাবে অনুসরণ করা হয়, তাহলে এর অর্থ প্রায় পুরোটাই বেরুবাড়ি ইউনিয়ন পূর্ব বাংলার ভূখণ্ডে পড়ে যেত এবং পাকিস্তান সরকার এই দাবি করেছিল এবং সেই দাবিটি রায়ের আলোকে নিষ্পত্তি হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান কর্তৃক তার রায়ে বিশেষভাবে প্রদত্ত নির্দেশটি মনে রাখা প্রাসঙ্গিক যে মানচিত্রটি চিত্রের উদ্দেশ্যে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং মানচিত্র, পরিশিষ্ট খ এবং পরিশিষ্ট এ -তে বর্ণিত সীমানার মধ্যে কোনও পার্থক্যের ক্ষেত্রে। , অ্যানেক্সার এ -তে বর্ণনা প্রাধান্য দিতে হবে, এবং তাই মানচিত্রে আঁকা রেখার জোরে পূর্ববঙ্গের প্রায় সমগ্র বেরুবাড়ি ইউনিয়নকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যুক্তিসঙ্গত বা বৈধভাবে কোনো দাবি করা যাবে না। এছাড়া, বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল যে ত্রুটির প্রতি উল্লেখ করেন তা সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে রায় দ্বারা গৃহীত সাধারণ পদ্ধতি বিবেচনা করে নিরাময় করা যেতে পারে। অ্যানেক্সার এ-তে অনুচ্ছেদ ৩ দেখায় যে রায় দ্বারা নির্ধারিত লাইনটি সাধারণত থানার মধ্যে সীমানা বরাবর অগ্রসর হয় এবং রায়ের এই সাধারণ রূপরেখাটি বিরোধের সিদ্ধান্তে সহায়তা করত যদি এটি আলোকে বিরোধের সমাধান করার উদ্দেশ্যে হয়। রায়ের। যে লাইনটি অ্যানেক্সার এ -এর অনুচ্ছেদ ১-এ আঁকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেটিকে "চালিয়ে রাখতে হবে" থানা দেবীগঞ্জের উত্তর কোণ বরাবর কোচবিহার রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত, এবং

প্রেক্ষাপটে এটি পরামর্শ দিতে পারে যে এটি সংশ্লিষ্ট থানার সীমানা উল্লেখ করে চালিয়ে যেতে হবে। এটি মূলত এই বিবেচনার কারণে যে বিতর্কিত অঞ্চলটি রায়ের তারিখের পরে কয়েক বছর ধরে ভারতের দখলে ছিল এবং ১৯৫২ সাল পর্যন্ত কোনও বিতর্ক উত্থাপিত হয়নি।

আমরা এই তথ্যগুলি উল্লেখ করেছি জোর দেওয়ার জন্য যে এই তথ্যগুলিকে বিবেচনায় নেওয়ার পরে চুক্তিটি পৌঁছেছে বলে মনে হয় না এবং এটি রায়ের ব্যাখ্যা এবং এর প্রভাবের উপর ভিত্তি করে কোনও সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে নয়। প্রকৃতপক্ষে চুক্তির দ্বিতীয় ধারা যা নির্দেশ করে যে বেরুবাড়ি ইউনিয়ন ১২ নং বিভাজন দেবীগঞ্জ থানার উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে শুরু করে অনুভূমিক হবে তা খুব সুখের কথা নয়। "অনুভূমিক" শব্দের ব্যবহার কিছুটা অনুপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে; কিন্তু, এটি ছাড়াও, বিভাজনের এই অনুভূমিক পদ্ধতির নির্দেশনা এবং সেই সাথে চুক্তিতে থাকা অন্যান্য দিকনির্দেশগুলি যে উপসংহার থেকে চুক্তিটি শুরু হয় ভারতকে অর্ধেক এলাকা দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, আমরা সমস্ত ধারাগুলি যত্ন সহকারে বিবেচনা করেছি চুক্তি এবং আমরা সন্তুষ্ট যে রায় এবং এর শর্তাবলীর কোনো ব্যাখ্যার ফলে এটি হওয়ার উদ্দেশ্য নয় এবং পৌঁছানো হয়নি; এটি রায় থেকে স্বাধীনভাবে পৌঁছেছে এবং কারণ এবং বিবেচনার জন্য যা পক্ষগুলিকে বুদ্ধিমান এবং সমীচীন বলে মনে হয়েছিল। অতএব, আমরা বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেলের যে যুক্তিতে তাগিদ দেওয়া হয়েছে তাতে আমরা সম্মতি দিতে পারি না যে এটি রায়ের আলোকে সীমানা নির্ধারণ ও নির্ধারণ ছাড়া আর কিছু করে না। এটি এমন একটি চুক্তি যার মাধ্যমে ভারতের ভূখণ্ডের একটি অংশ পাকিস্তানের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং এই চুক্তির বিষয়ে আমাদের কাছে যে প্রশ্নটি উল্লেখ করা হয়েছে তা অবশ্যই এই ভিত্তিতে বিবেচনা করা উচিত যে এটি ভারতের ভূখণ্ডের একটি অংশকে ছাড় বা বিচ্ছিন্নকরণের সাথে জড়িত। .

১২ নং বেরুবাড়ি ইউনিয়নের ক্ষেত্রে চুক্তির বিষয়ে যা সত্য তা কোচবিহার ছিটমহল বিনিময়ের বিষয়ে আরও জোরালোভাবে সত্য। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেলের যুক্তি যে এই বিনিময়ের ক্ষেত্রে চুক্তি কার্যকর করার জন্য কোন আইনের প্রয়োজন নেই অনুমানের উপর ভিত্তি করে-

কারণ এই বিনিময়টি একটি বৃহত্তর এবং বিস্তৃত বন্দোবস্তের একটি অংশ এবং তাই এটি তার চরিত্রের অংশ। যেহেতু আমরা ধরেছি যে বেরুবাড়ি ইউনিয়নের ১২ নং চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তিটি একটি চল্লিশ বছরের মধ্যে ভারতের ভূখণ্ডের বিলুপ্তি জড়িত। কোচবিহার ছিটমহল বিনিময়ের সম্মান ভারতীয় ভূখণ্ডের অবসানের সাথে জড়িত। এই কারণেই এই বিনিময়ের প্রশ্নটিও বিবেচনা করা উচিত যে ভারতের ভূখণ্ডের একটি অংশ পাকিস্তানকে অর্পণ করা হয়েছে; এছাড়া এটি স্পষ্ট যে প্রশ্ন ১ এবং ২ এর বিপরীতে তৃতীয় প্রশ্নটি যা এই বিনিময়ের রেফারেন্স রয়েছে তা আইনের প্রয়োজনীয়তা পোষণ করে।

এই প্রসঙ্গে আমরা বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল দ্বারা অনুরোধ করা আরেকটি যুক্তির সাথেও মোকাবিলা করতে পারি। তিনি দাবি করেন যে বেরুবাড়ি ইউনিয়নের ক্ষেত্রে চুক্তির বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের প্রথম তফসিলে কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না কারণ, তার মতে, বেরুবাড়ি ইউনিয়নকে কখনই আইনগতভাবে পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক বর্ণনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আমরাও এই যুক্তিতে প্রভাবিত নই। আমরা ইতিমধ্যে ইঙ্গিত করেছি যে, রায় ঘোষণার পর থেকে বেরুবাড়ি ইউনিয়ন ভারতের দখলে রয়েছে এবং সর্বদা পশ্চিমবঙ্গের একটি অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে এবং সেভাবে পরিচালিত হয়েছে। এই বাস্তবিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এটা ধরে রাখতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে এটি সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে পড়ে যা সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত আগে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে গঠিত হয়েছিল। তাই, এই চুক্তির বাস্তবায়নের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা পরিবর্তিত হবে এবং সংবিধানের প্রথম তফসিলে এন্ট্রি ১৩-এর বিষয়বস্তু প্রভাবিত হবে।

এই বিষয়ের সাথে অংশ নেওয়ার আগে আমাদের দ্য স্টেট অফ সাউথ অস্ট্রেলিয়া বনাম দ্য স্টেট অফ ভিক্টোরিয়া (১) এর অস্ট্রেলিয়ান হাইকোর্টের সিদ্ধান্তটি উল্লেখ করা উচিত নির্ভরতা বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল দ্বারা স্থাপন করা হয়েছে. সেই ক্ষেত্রে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া রাজ্য এবং নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের মধ্যে সীমানা ছিল আইন ৪ এবং ৫ উইল দ্বারা। IV, গ. ৯৫ এবং সেই আইনের অধীনে জারি করা লেটার্স পেটেন্ট ১৪১ তম মেরিডিয়ান হিসাবে সংজ্ঞায়িত

(১) (১৯১১) ১২ সি এল আর ৬৬৭।

পূর্ব দ্রাঘিমাংশের। ১৮৪৭ সালে, নিউ সাউথ ওয়েলস এবং দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার গভর্নরদের কর্তৃত্বে এবং সেক্রেটারি অফ স্টেটের জ্ঞান এবং অনুমোদনের মাধ্যমে একটি রেখা অবস্থিত ছিল এবং ১৪১ তম মেরিডিয়ান হিসাবে মাটিতে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তবে এটি ১৮৬৯ সালে আবিষ্কৃত হয়েছিল যে রেখাটি আসলে সেই মেরিডিয়ানের পশ্চিম দিকে প্রায় দুই মাইল ছিল। ১৮৪৭ সালে চিহ্নিত রেখাটি অবশ্য সংশ্লিষ্ট গভর্নরদের দ্বারা সীমানা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং তখন থেকেই এটি প্রকৃত সীমানা ছিল। দুই রাজ্যের মধ্যে সত্যিকারের সীমানা নিয়ে যে বিরোধ তৈরি হয়েছিল তা মোকাবেলা করতে গিয়ে, প্রধান বিচারপতি গ্রিফিথ, ১৮৪৭ সালে সীমানা নির্ধারণের কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে "বাস্তব লেনদেন হল এটি নিশ্চিত করতে সক্ষম ব্যক্তিদের দ্বারা একটি সত্যের নিশ্চিতকরণ। , এবং এইভাবে করা এবং উভয়ের দ্বারা গৃহীত সত্যের সন্ধান তাদের এবং তাদের অধীনে দাবি করা সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য একটি রায় বা রায়ের প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে" (পৃষ্ঠা ৭০১)। উক্ত বিরোধ পরবর্তীতে প্রিভি কাউন্সিলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এটি প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে "লেটারস পেটেন্টের প্রকৃত নির্মাণে এটি বিবেচনা করা হয়েছিল যে পূর্ব দ্রাঘিমাংশের ১৪১ তম মেরিডিয়ানের সীমারেখাটি নিশ্চিত করা উচিত এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠে প্রতিনিধিত্ব করা উচিত যাতে একটি সীমারেখা তৈরি করা যায়। দুটি উপনিবেশকে বিভক্ত করা, এবং তাই এটি পরোক্ষভাবে দুটি উপনিবেশের নির্বাহীকে এই ধরনের সীমানা স্থায়ীভাবে ঠিক করার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছে" (১)। প্রিভি কাউন্সিল আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে "বস্তুগত তথ্যগুলি দেখায় যে দুটি সরকার সমস্ত যত্ন সহকারে পৃথিবীর পৃষ্ঠে সীমানা নির্ধারণের একটি ব্যবহারিক লাইন দ্বারা লেটারস পেটেন্ট দ্বারা নির্ধারিত তাত্ত্বিক সীমানা যতটা সম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা করেছে। নির্ধারিত সীমানা থেকে প্রস্থান করার কোন অভিপ্রায়ের কোন চিহ্ন নেই, কিন্তু শুধুমাত্র এটি পুনরুত্পাদন করার জন্য, এবং এটির প্রকৃতির মতো এটি ছিল এখতিয়ারের সীমানার গৌরবময় মর্যাদা তাদের লর্ডশিপের কোন সন্দেহ নেই যে এটি দুটি নির্বাহীর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল। অবশেষে সংবিধিবদ্ধ সীমানা হিসাবে স্থির করা হয়েছে এবং আইনের দৃষ্টিতে এটি এতই স্থির ছিল"। এইভাবে এটা স্পষ্ট হবে যে সীমানাগুলির মীমাংসা যেটি সেই ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার পরিমাণ নয়

(১) [১৯১৪] এ. সি. ২৮৩, ৩০৯।

সম্পূর্ণরূপে রেফারেন্স দ্বারা প্রণীত, এবং এর আলোকে, সংসদীয় সংবিধির বিধান যার রেফারেন্স ইতিমধ্যে করা হয়েছে। ১৮৪৭ সালে যে পক্ষগুলিকে বিষয়টি মোকাবেলা করার কর্তৃত্ব ছিল তাদের দ্বারা যা করা হয়েছিল তা হল মাটিতে একটি রেখা চিহ্নিত করা এবং চিহ্নিত করা যা ১৪১ তম মেরিডিয়ান হিসাবে ধরা হয়েছিল যদিও এটি সত্য যে ১৮৬৯ সালে এটি আবিষ্কৃত হয়েছিল যে রেখাটি এত স্থির ছিল মেরিডিয়ানের পশ্চিম দিকে দুই মাইল। এটি এমন একটি ক্ষেত্রে ছিল না যেখানে চুক্তিকারী পক্ষগুলি দুটি নিজ নিজ রাজ্যের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্বাধীনভাবে লাইন নির্ধারণ করেছিল। তারা যা করতে চেয়েছিল তা হল সংসদীয় সংবিধির বিধান অনুসারে লাইন নির্ধারণ করা। বর্তমান ক্ষেত্রে, যেমনটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, চুক্তির অবস্থান মূলত ভিন্ন; এটি রায়ের উপর ভিত্তি করে হওয়ার উদ্দেশ্য নয় এবং এটি থেকে পৃথকভাবে পৌঁছানো হয়েছে। অতএব, আমরা মনে করি না যে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল আহরণ করতে পারেন দ্য স্টেট অফ সাউথ অস্ট্রেলিয়া বনাম দ্য স্টেট অফ ভিক্টোরিয়া (১) এর ক্ষেত্রে তার চুক্তির নির্মাণ সমর্থনে সিদ্ধান্ত থেকে কোনো সহায়তা।

আমাদের উপসংহারের পরিপ্রেক্ষিতে যে চুক্তিটি ভারতীয় ভূখণ্ডের একটি অংশকে ছাড় বা বিচ্ছিন্নকরণের সমান এবং এটি কেবলমাত্র একটি নিশ্চিতকরণ বা সীমানা নির্ধারণের আলোকে নয়, এবং রায়ের রেফারেন্স দ্বারা, এটি বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল দ্বারা উত্থাপিত অন্যান্য বিতর্ক যে এই ধরনের একটি চুক্তিতে প্রবেশ করা ইউনিয়ন নির্বাহীর ক্ষমতার মধ্যে ছিল এবং চুক্তিটি কোনো আইন ছাড়াই বাস্তবায়িত হতে পারে। এটি তার দ্বারা মোটামুটিভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে এই যুক্তিটি এই ধারণার ভিত্তিতে এগিয়ে যায় যে চুক্তিটি বাস্তবে এবং সত্যতা নিশ্চিতকরণ বা রায় দ্বারা ইতিমধ্যে নির্ধারিত বিতর্কিত সীমানা নির্ধারণের চেয়ে বেশি নয়। তাই আমাদের কার্যনির্বাহী ফাংশনের চরিত্র এবং ব্যাপ্তি সম্পর্কে যুক্তির যোগ্যতা বিবেচনা করার দরকার নেই। এবং ক্ষমতা এবং রাই সাহেব রাম জাওয়ায়া কাপুর (২) এর ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি মুখার্জি, দ্বারা করা পর্যবেক্ষণগুলি প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত যুক্তিটিকে সমর্থন করে কিনা এবং যদি তারা করে তবে প্রশ্নটি পুনর্বিবেচনা করা উচিত কিনা তা আমাদের পরীক্ষা করার দরকার নেই।

(১) [১৯১১] ১২ সি. এল. আর. ৬৬৭। (২) [১৯৫৫] ২ এস. সি. আর. ২২৫।

এই পর্যায়ে আমাদের সামনে মিঃ চ্যাটার্জি যে প্রতিদ্বন্দ্বী বিতর্ক উত্থাপন করেছিলেন তার যোগ্যতা বিবেচনা করা প্রয়োজন। তিনি অনুরোধ করেন যে এমনকি সংসদেরও সাধারণ আইন প্রণয়ন বা এমনকি সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ভারতের ভূখণ্ডের কোনো অংশকে বিদেশী রাষ্ট্রের পক্ষে হস্তান্তর করার ক্ষমতা নেই; এবং তাই, তার মতে, রেফারেন্সে আমরা একমাত্র মতামত দিতে পারি যে চুক্তিটি অকার্যকর এবং এমনকি কোনও আইনী প্রক্রিয়া দ্বারাও কার্যকর করা যায় না। এই চরম বিরোধ দুটি ভিত্তির উপর ভিত্তি করে। এটি প্রস্তাব করা হয় যে সংবিধানের প্রস্তাবনা স্পষ্টভাবে অনুমান করে যে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী সরকারের মতো ভারতের সমগ্র অঞ্চল সংসদের নাগালের বাইরে এবং সাধারণ আইন বা এমনকি সাংবিধানিক সংশোধন দ্বারাও প্রভাবিত হতে পারে না। সংবিধান প্রণেতারা বেদনাদায়কভাবে দেশের দুভাগে বিভক্ত হওয়ার দুঃখজনকভাবে সচেতন ছিলেন, এবং তাই যখন তারা সংবিধান প্রণয়ন করেন তখন তারা ভারতের সমগ্র ভূখণ্ডকে অলঙ্ঘনীয় এবং পবিত্র হিসাবে রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। প্রস্তাবনার প্রথম বাক্যটি যা ঘোষণা করে যে "আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে গঠন করার জন্য আন্তরিকভাবে সংকল্প করেছি", মিঃ চ্যাটার্জি বলেছেন, অপরিবর্তনীয়ভাবে দাবি করে যে ভারতকে ভৌগোলিক এবং আঞ্চলিকভাবে সর্বদা গণতান্ত্রিক এবং অবিরত থাকতে হবে। প্রজাতন্ত্র অন্য যে ভিত্তির উপর এই বিতর্ক উত্থাপিত হয় তা অনুচ্ছেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সংবিধানের ১(৩)(গ) যা মনে করে যে "ভারতের ভূখণ্ড অধিগ্রহণ করা যেতে পারে এমন অন্যান্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হবে" এবং যুক্তি দেওয়া হয় যে সংবিধান দেশটিকে স্পষ্টভাবে অন্যান্য অঞ্চলগুলি অধিগ্রহণ করার ক্ষমতা দিয়েছে। তার ভূখণ্ডের কোনো অংশ হস্তান্তরের জন্য কোনো বিধান করেনি; এবং এই ধরনের ক্ষেত্রে নির্মাণের নিয়ম, যেমন, "এক্সপ্রেসিও উনিউস ইস্ট এক্সক্লুসিব অল্টারিউস" অবশ্যই প্রযোজ্য হবে। আমাদের মতে, এসব বিতর্কের কোনো সারমর্ম নেই।

কোন সন্দেহ নেই যে সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতের জনগণ তাদের সার্বভৌম ইচ্ছার প্রয়োগে যে ঘোষণা দিয়েছে তা হল স্টোরির কথায়, "নির্মাতাদের মন খোলার চাবিকাঠি" যা সাধারণ উদ্দেশ্যগুলিকে দেখাতে পারে। যার জন্য তারা সংবিধানে বেশ কিছু বিধান করেছে; কিন্তু

তথাপি প্রস্তাবনা সংবিধানের একটি অংশ নয়, এবং উইলবি যেমনটি আমেরিকান সংবিধানের প্রস্তাবনা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করেছেন, "এটিকে কখনোই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার বা কোনো সরকারকে প্রদত্ত কোনো মৌলিক ক্ষমতার উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়নি। এর বিভাগগুলির এই ধরনের ক্ষমতাগুলি কেবলমাত্র সেইগুলিকে আলিঙ্গন করে যা সংবিধানের অঙ্গে প্রদত্ত এবং যেমন মঞ্জুর করা হতে পারে।"

ক্ষমতা সম্পর্কে যা সত্য তা নিষেধাজ্ঞা ও সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রেও সমানভাবে সত্য। এছাড়াও, এই অনুমানটি গ্রহণ করা সহজ নয় যে প্রস্তাবনার প্রথম অংশটি নিজেই সার্বভৌমত্বের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উপর অত্যন্ত গুরুতর সীমাবদ্ধতা পোষণ করে। আমরা পরে উল্লেখ করব, এটি সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত যে সার্বভৌমত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল প্রয়োজনে জাতীয় ভূখণ্ডের কিছু অংশ হস্তান্তর করার ক্ষমতা। সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে এটি সম্ভবত তর্কযোগ্য হতে পারে যে সংবিধানের যেকোন অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত পদগুলি যদি অস্পষ্ট হয় বা দুটি অর্থে সক্ষম হয়, তবে তাদের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে প্রস্তাবনায় নিহিত উদ্দেশ্যগুলিতে কিছু সহায়তা চাওয়া যেতে পারে। অতএব, মিঃ চ্যাটার্জির এই যুক্তি দেওয়া ঠিক নয় যে প্রস্তাবনাটি সার্বভৌমত্বের একটি প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত হওয়ার অনুশীলনের উপর কোনও সীমাবদ্ধতা আমদানি করে।

অতঃপর, যুক্তিতর্কের বিষয়ে যে যুক্তি। অর্জিত ক্ষমতা অগত্যা ত্যাগ বা বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতা বাদ দিতে হবে, দুটি সুস্পষ্ট উত্তর আছে। অনুচ্ছেদ ১(৩) (গ) ভারতকে ভূখণ্ড অধিগ্রহণের ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব প্রদান করে না যেমনটি মিঃ চ্যাটার্জি অনুমান করেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে সার্বভৌমত্বের দুটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল বিদেশী ভূখন্ড অধিগ্রহণের ক্ষমতা এবং সেই সাথে বিদেশী রাষ্ট্রের অনুকূলে জাতীয় ভূখণ্ড হস্তান্তর করার ক্ষমতা। কি অনুচ্ছেদ ১(৩)(গ) করার উদ্দেশ্য হল যে কোনও বিদেশী অঞ্চলগুলিকে শোষণ এবং একীকরণের জন্য একটি আনুষ্ঠানিক বিধান করা যা ভারত তার অন্তর্নিহিত অধিকারের কারণে অধিগ্রহণ করতে পারে। এটা হতে পারে যে এই বিধানটি সংবিধানে স্থান পেয়েছে কোনো সম্প্রসারণবাদী রাজনৈতিক দর্শনের অনুসরণে নয় বরং প্রধানত একীভূতকরণ ও শোষণের জন্য।

যে ভারতীয় অঞ্চলগুলি, সংবিধানের তারিখে, বিদেশী রাষ্ট্রের আধিপত্যের অধীনে ছিল; কিন্তু এটি অনুচ্ছেদ ১(৩) (গ)পুরো সুযোগ নয়। এটি বিস্তৃতভাবে সমস্ত বিদেশী অঞ্চলকে বোঝায় যা ভারত অধিগ্রহণ করতে পারে এবং প্রদান করে যে তারা অধিগ্রহণের সাথে সাথেই তারা ভারতের ভূখণ্ডের অংশ হবে। এইভাবে, অনুচ্ছেদ ১(৩) (গ) সত্যিকারের নির্মাণে এটা অনুমান করা ভুল যে এটি বিদেশী অঞ্চলগুলি অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষমতা প্রদান করে। বিতর্কের অন্য উত্তরটি সংবিধানের ৩৬৮ দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে। সেই অনুচ্ছেদে সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতির বিধান করা হয়েছে এবং সেই পক্ষে স্পষ্টভাবে সংসদকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা অবশ্যই অবশ্যই সংবিধান সংশোধন ১, করার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করবে। এবং এটি যৌক্তিকভাবে একটি বিদেশী রাষ্ট্রের অনুকূলে জাতীয় অঞ্চল হস্তান্তর করার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করবে; এবং যদি তাই হয়, তাহলে এটা বলা অযৌক্তিক হবে যে ভারতের সার্বভৌম রাষ্ট্রে তার ভূখণ্ড হস্তান্তর করার কোনো ক্ষমতা নেই এবং সার্বভৌমত্বের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য জাতীয় ভূখণ্ড হস্তান্তর করার ক্ষমতা ভারতের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তাই আমাদের অবশ্যই মিঃ চ্যাটার্জির এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করতে হবে যে কোন আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ চুক্তিটিকে বৈধ করতে পারে না।

তাহলে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের চুক্তি প্রণয়ন ক্ষমতার প্রকৃতি কী? এটি পরবর্তী সমস্যা যা আমাদের মতামতের জন্য আমাদেরকে উল্লেখ করা প্রশ্নগুলিতে নিজেদের সম্বোধন করার আগে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। যেমনটি আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে এটি সার্বভৌমত্বের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য যে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র বিদেশী ভূখণ্ড অধিগ্রহণ করতে পারে এবং প্রয়োজনে, একটি বিদেশী রাষ্ট্রের অনুকূলে তার ভূখণ্ডের একটি অংশ হস্তান্তর করতে পারে এবং এটি অনুশীলনের ক্ষেত্রে করা যেতে পারে। এর চুক্তি তৈরির ক্ষমতা। আইনে জাতীয় ভূখণ্ডের অবসান হল মালিক-রাষ্ট্র দ্বারা উল্লিখিত অঞ্চলের উপর সার্বভৌমত্ব হস্তান্তর করার পরিমাণ অন্য রাষ্ট্রের পক্ষে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা সম্ভব এবং প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস সার্বভৌমত্ব হস্তান্তরের বেশ কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করে। এটা সত্য যে ওপেনহেইম পর্যবেক্ষণ করেছেন যে "কষ্ট এই সত্যের সাথে জড়িত যে অবসানের সমস্ত ক্ষেত্রে সেই অঞ্চলের বাসিন্দারা যারা তাদের পুরানো নাগরিকত্ব হারান এবং নতুন সার্বভৌমকে হস্তান্তর করা হোক না কেন তারা পছন্দ করে বা

নয়" (১); এবং তিনি উল্লেখ করেছেন যে "নিবাসীদের হস্তান্তর করা অভিযোগ এড়ানোর উপায় হিসাবে হস্তান্তরকৃত অঞ্চলের বাসিন্দাদের অনুকূলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশত্যাগ করার বিকল্প নির্ধারণ করে এই কষ্ট কমানো সম্ভব হতে পারে। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি নতুন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী" (পি. ৫৫৩)। কিন্তু যদিও মানব দৃষ্টিকোণ থেকে বড় কষ্ট অবশ্যম্ভাবীভাবে এক দেশের দ্বারা অন্য দেশের ভূখণ্ড বন্ধ করার ক্ষেত্রে জড়িত, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র তার প্রয়োগ করতে পারে। একটি বিদেশী রাষ্ট্রকে তার ভূখণ্ডের একটি অংশ হস্তান্তর করার অধিকার, এটি অবশ্যই সেই সীমাবদ্ধতার সাপেক্ষে যা রাষ্ট্রের সংবিধান স্পষ্টভাবে বা অন্য কথায় আরোপ করতে পারে; একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র দ্বারা জাতীয় ভূখণ্ডের অবসানের বিষয়ে কীভাবে চুক্তি করা যেতে পারে এবং কীভাবে চুক্তিগুলিকে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে সেই প্রশ্নটি দেশটির সংবিধানের বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে সংবিধান দ্বারা চিন্তা করা পদ্ধতিতে এবং এটি দ্বারা আরোপিত সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে প্রয়োগ করতে হবে কিনা প্রণীত চুক্তি, সাধারণ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বা সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারে তা স্বাভাবিকভাবেই সংবিধানের বিধানের ওপর নির্ভর করবে। অতএব, এখন আমাদের অবশ্যই সমস্যার সেই দিকটির দিকে ফিরে যেতে হবে এবং আমাদের সংবিধানের অধীনে অবস্থান বিবেচনা করতে হবে।

এই দিকটি মোকাবেলা করার জন্য আমরা এই অনুমানে এগিয়ে চলেছি যে প্রশ্নবিদ্ধ চুক্তিটি বাস্তবায়নের জন্য কিছু আইন প্রয়োজনীয়। ভারতের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে চুক্তিটি বাস্তবায়নের জন্য যদি কোনো আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন হয় তাহলে আইনের সাথে সম্পর্কিত সংসদের আইন সংবিধানের ৩ এই উদ্দেশ্যে যথেষ্ট হবে; এবং যদি তাই হয়, তাহলে সংবিধানের ৩৬৮ অধীনে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ থাকবে না। এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে অনুচ্ছেদ ৩ নিজেই নির্মাণের উপর নির্ভর করবে। বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল আমাদের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি মনে রাখতে বলেছেন-

(১) ওপেনহেইমের "আন্তর্জাতিক আইন" লুটেরপাচত , ভলিউম আমি,

পি. ৫৫১. (৮ম সংস্করণ)

অনুচ্ছেদ ৩ প্রাসঙ্গিক বিধান গঠনে টিউশন। তিনি দাবি করেন যে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এর মতোই, যা প্রথমবারের মতো ভারতে একটি ফেডারেল রাজনীতি চালু করেছিল। অন্যান্য ফেডারেশনের বিপরীতে, উক্ত আইনে মূর্ত ফেডারেশন রাজ্যগুলির পৃথক এবং স্বাধীন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি চুক্তি বা ইউনিয়নের ফলাফল ছিল না যারা নির্দিষ্ট সাধারণ উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছিল এবং তাদের সার্বভৌমত্বের একটি অংশ সমর্পণ করেছিল। ফেডারেশনের উপাদান ইউনিটগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করা হয়েছিল এবং এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে, অন্যান্য ফেডারেশনের ইউনিটগুলির মতো তাদের অতীতে কোন জৈব শিকড় ছিল না। তাই, ভারতীয় সংবিধানে, অন্যান্য ফেডারেল সংবিধানের বিপরীতে, সংবিধান প্রণয়নকারী রাজ্যগুলির আঞ্চলিক অখণ্ডতা সংরক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়নি। সংবিধান প্রণেতারা এই বিচিত্র অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং যার কারণগুলি, রাজ্যগুলি (মূলত প্রদেশগুলি) গঠিত হয়েছিল এবং তাদের সীমানা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল, এবং তাই তারা ইচ্ছাকৃতভাবে অনুচ্ছেদ ৩ বিধানগুলি গ্রহণ করেছিল ভারতীয় রাজ্যগুলির একীকরণের পরে উল্লিখিত অঞ্চলগুলির পুনর্বণ্টনের সম্ভাবনা পূরণ করার জন্য। প্রকৃতপক্ষে এটি সুপরিচিত যে রাজ্য পুনর্গঠন আইন, ১৯৫৬ (১৯৫৬ সালের আইন XXXVII) এর ফলে সংবিধানের প্রথম তফসিলে পার্ট ডি-এ উল্লেখ করা মূল ২৭টি রাজ্য এবং একটি অঞ্চলের স্থান, এখন মাত্র ১৪টি রাজ্য এবং ৬টি অন্যান্য রয়েছে যে অঞ্চলগুলি প্রথম তফসিলে উল্লিখিত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠন করে। এইভাবে করা পরিবর্তনগুলি ভারতীয় সংবিধানের অদ্ভুত এবং আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের কাজকে স্পষ্টভাবে চিত্রিত করে। এই বিতর্কে কিছুটা জোর থাকতে পারে। অতএব, অনুমান করা যেতে পারে যে অনুচ্ছেদ ৩ গঠনে। আমাদের এই সত্যটি বিবেচনায় নেওয়া উচিত যে সংবিধান সংবিধানের রাজ্যগুলির আঞ্চলিক সীমার পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে এবং তাদের আঞ্চলিক অখণ্ডতা সম্পর্কে কোনও গ্যারান্টি ছিল না।

সংবিধানের প্রথম অংশটি ইউনিয়ন এবং এর অঞ্চলগুলির সাথে সম্পর্কিত, এবং এক অর্থে এর বিধানগুলি উল্লিখিত বিষয়ের ক্ষেত্রে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোড সেট করে। পার্ট ॥ যেমন নাগরিকত্বের বিষয় নিয়ে কাজ করে, তেমনি অংশ। ডিল করে

ভারতের ভূখণ্ডের সাথে। অনুচ্ছেদ। ১ ভারতের নাম এবং ভূখণ্ড নিয়ে কাজ করে। এটি এইভাবে পড়ে:-

"১. (১) ভারত, অর্থাৎ ভারত, রাজ্যগুলির একটি ইউনিয়ন হবে।

(২) রাজ্য এবং এর অঞ্চলগুলি প্রথম তফসিলে নির্দিষ্ট করা হবে।

(৩) ভারতের ভূখণ্ডের মধ্যে থাকবে-

(ক) রাজ্যগুলির অঞ্চলগুলি;

(খ) প্রথম তফসিলে নির্দিষ্ট কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি; এবং

(গ) অধিগ্রহণ করা যেতে পারে এমন অন্যান্য অঞ্চল।

অনুচ্ছেদ ১ এটি এখন দাঁড়িয়েছে সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৫৬ দ্বারা করা সংশোধনীর ফলাফল। এর সংশোধনীর আগে, অনুচ্ছেদ ১ আমি ভারতের ভূখণ্ডকে অংশ এ, বি এবং সি তে উল্লেখিত রাজ্যগুলির অঞ্চলগুলির পাশাপাশি তফসিলের অংশ ডি-এ নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলি এবং অধিগ্রহণ করা হতে পারে এমন অঞ্চলগুলির অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছি। তারপর অনুচ্ছেদ দ্বারা একটি পৃথক বিধান করা হয়েছিল। অংশ ডি -এ নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলির প্রশাসনের জন্য পার্ট ।X-এ অনুচ্ছেদ ২৪৩ এবং অন্যান্য অঞ্চল যেমন নতুন অধিগ্রহণ করা অঞ্চলগুলি যেগুলি প্রথম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ১৯৫৬ সালের সংবিধান সংশোধনী অনুচ্ছেদ ১ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করেছে। অংশ এ, বি এবং সি এবং অংশ ডি-এ নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলির মধ্যে পার্থক্য বিলুপ্ত করা হয়েছিল এবং এর জায়গায় প্রথম তফসিলে নির্দিষ্ট রাজ্যগুলির অঞ্চল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে পার্থক্য এসেছে। ফলে অনুচ্ছেদ ২৪৩ এর পার্ট ।X মুছে ফেলা হয়েছে। এইভাবে বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীনে ভারতের ভূখণ্ড রাজ্যের অঞ্চল, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং অধিগ্রহণ করা যেতে পারে এমন অন্যান্য অঞ্চল নিয়ে গঠিত। আমরা ইতিমধ্যে অনুচ্ছেদ ১(৩)(গ) উল্লেখ করেছি এবং আমরা লক্ষ্য করেছি যে ভারতকে ভূখণ্ড অধিগ্রহণের জন্য ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্য নয়; এটি কেবলমাত্র ভারতের ভূখণ্ডে স্বয়ংক্রিয় শোষণ বা আত্তীকরণের জন্য প্রদান করে এবং স্বীকৃতি দেয় যেগুলি বিদেশী ভূখণ্ড অর্জনের জন্য একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে তার অন্তর্নিহিত অধিকারের ভিত্তিতে ভারত অধিগ্রহণ করতে পারে। এভাবে

অনুচ্ছেদ ১ আমি ভারতকে রাজ্যগুলির একটি ইউনিয়ন হিসাবে বর্ণনা করি এবং এর অঞ্চলগুলি নির্দিষ্ট করি৷

অনুচ্ছেদ ২ বিধান করে যে সংসদ আইন দ্বারা ইউনিয়নে প্রবেশ করতে পারে বা এ জাতীয় বিষয়ে নতুন রাজ্য স্থাপন করতে পারে শর্তাবলী এবং শর্তাবলী যা এটি উপযুক্ত বলে মনে করে৷ এই অনুচ্ছেদটি দেখায় যে বিদেশী অঞ্চলগুলি যেগুলি অধিগ্রহণের পরে অনুচ্ছেদ ১(৩)(গ) অধীনে ভারতের ভূখণ্ডের অংশ হয়ে উঠবে আইন দ্বারা অনুচ্ছেদ ২ অধীনে ভর্তি করা যেতে পারে। এই জাতীয় অঞ্চলগুলিকে ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে বা সংসদ উপযুক্ত মনে করতে পারে এমন শর্ত ও শর্তে নতুন রাজ্য গঠন করা যেতে পারে; এবং আমরা বর্তমানে যেমন উল্লেখ করব এই ধরনের অঞ্চলগুলিকেও আইন দ্বারা মোকাবেলা করা যেতে পারে অনুচ্ছেদ ৩(ক) বা (খ) অধীনে । "আইন দ্বারা" অভিব্যক্তিটি অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত হয়। এই সংযোগে ২ এবং ৩ উল্লেখযোগ্য। একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে তার অন্তর্নিহিত অধিকার প্রয়োগের জন্য ভারত কর্তৃক বিদেশী ভূখণ্ড অধিগ্রহণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত ভূখণ্ডটিকে ভারতের ভূখণ্ডের একটি অংশ করে তোলে। এই ধরনের ভূখণ্ড এইভাবে অধিগ্রহণ করা এবং বাস্তবে ভারতের ভূখণ্ডের একটি অংশ বানানোর পরে আইনের প্রক্রিয়া অনুচ্ছেদ ২ বা অনুচ্ছেদ ৩ (ক) বা (খ) অধীনে এটিকে একীভূত করতে পারে। ।

সদ্য অধিগ্রহণ করা ভূখণ্ডকে শুষে নেওয়ার জন্য সংসদ কর্তৃক একটি আইন প্রণয়নের পদ্ধতির একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা চন্দনগর একত্রীকরণ আইন, ১৯৫৪ (১৯৫৪ সালের আইন XXXVI) উল্লেখ করতে পারি, যা ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪-এ পাস হয়েছিল, এবং এটিতে এসেছিল। ২ অক্টোবর, ১৯৫৪ থেকে বাহিনী। চন্দননগর, যা একটি ফরাসি অধিকার ছিল, একটি মুক্ত শহর ঘোষণা করা হয়েছিল, এবং ১৯৪৬ সালের জুন মাসে ফরাসি সরকার, ভারত সরকারের সাথে চুক্তিতে বলেছিল যে এটি ফরাসি স্থাপনাগুলির লোকদের ছেড়ে দিতে চায়। ভারতে তাদের ভবিষ্যত ভাগ্য এবং ভবিষ্যত অবস্থা সম্পর্কে উচ্চারণ করার অধিকার। এই ঘোষণার অনুসরণে ১৯৪৯ সালে চন্দননগরে একটি গণভোট অনুষ্ঠিত হয় এবং এই গণভোটে চন্দননগরের নাগরিকরা ভারতের সাথে ভূখণ্ডের একীকরণের পক্ষে ভোট দেয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৫০ সালের ২ মে রাষ্ট্রপতি ফরাসি প্রজাতন্ত্র ভারতে চন্দননগরের প্রশাসনের কার্যত হস্তান্তর করে এবং সেই তারিখ থেকে ভারত সরকার বিদেশী এখতিয়ার আইন, ১৯৪৭ (১৯৪৭ সালের আইন ৪৭) এর ধারা ৪ এর অধীনে চন্দননগরের উপর নিয়ন্ত্রণ ও এখতিয়ার গ্রহণ করে। উল্লেখিত ধারার অধীনে ভারত সরকার কর্তৃক প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞপ্তি

জারি করা হয়েছিল যার ফলস্বরূপ কিছু ভারতীয় আইন এতে প্রযোজ্য হয়েছিল। উক্ত প্রজ্ঞাপনে আরো বলা হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট ফরাসি আইনগুলি ২ মে, ১৯৫০ সাল থেকে কার্যকর হবে। এর পরে প্যারিসে স্বাক্ষরিত বন্ধের চুক্তি এবং যথাসময়ে ৯ জুন, ১৯৫২ তারিখে, চন্দনগরকে অনুমোদনের ভিত্তিতে উক্ত চুক্তির ভারত সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, চন্দননগর ফরাসি ভূখণ্ড হওয়া বন্ধ করে এবং ভারতের ভূখণ্ডের একটি অংশে পরিণত হয়; এবং ফরেন জুরিসডিকশন অ্যাক্ট এর জন্য আর প্রযোজ্য ছিল না। ধারা ২৪৩(১) যা তখন ৯ জুন, ১৯৫২ সাল থেকে চন্দননগরে প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং অনুচ্ছেদ ২৪৩(২) অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য। রাষ্ট্রপতি চন্দননগরের প্রশাসনের জন্য একটি প্রবিধান জারি করেন যা ৩০ জুন, ১৯৫২ সাল থেকে কার্যকর হয়। ভারত সরকার তখন তদন্ত কমিশন নিয়োগ করে এবং কমিশনের রিপোর্ট পাওয়ার পর চন্দননগরের নাগরিকদের ইচ্ছাকে নিশ্চিত করে। যে চন্দননগরের জনগণ প্রায় সর্বসম্মতভাবে পশ্চিমবঙ্গের সাথে একীভূত হওয়ার পক্ষে ছিল, সরকার প্রশ্নবিদ্ধ চন্দননগর একীকরণ আইন সংসদে পেশ করে। এই আইনটি পাশ হওয়ার পর ২ অক্টোবর, ১৯৫৪ সাল থেকে চন্দননগর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সাথে একীভূত হয়। এই আইনটি সংসদ কর্তৃক পাস হয়েছে অধীনে সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদ। এই আইনের ফলস্বরূপ ৩(ঘ) অনুচ্ছেদের অধীনে 'ভেস্ট বেঙ্গল'-এর সীমানা পরিবর্তন করা হয়েছিল এবং ধারা ৪ দ্বারা সংবিধানের প্রথম তফসিল সংশোধন করা হয়েছিল।আমরা এইভাবে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছি চন্দননগরের অধিগ্রহণ ও শোষণের ইতিহাস এবং পশ্চিমবঙ্গের সাথে এর একীভূত হওয়ার কারণ এটি ধারা। এবং সেইসাথে (৩)(গ) সংবিধানের অনুচ্ছেদ-এর ৩(খ) এবং (ঘ) কার্যকারিতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে চিত্রিত করে।

যে আমাদের অনুচ্ছেদ ৩ নিয়ে যায় যা নতুন রাজ্য গঠন এবং বিদ্যমান রাজ্যগুলির এলাকা, সীমানা বা নাম পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে কাজ করে; কিন্তু আমরা অনুচ্ছেদ ৩ গঠন করার আগে অনুচ্ছেদ ৪ উল্লেখ করা সুবিধাজনক হবে। অনুচ্ছেদ ৪ এইভাবে পড়ে:-

"৪. (১) অনুচ্ছেদ ২ বা অনুচ্ছেদ ৩-এ উল্লিখিত যেকোনো আইনে প্রথম তফসিল এবং চতুর্থ তফসিলের সংশোধনের জন্য এই ধরনের বিধান থাকবে যা আইনের বিধানগুলিকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে এবং এই ধরনের সম্পূরকও থাকতে পারে। , আনুষঙ্গিক এবং আনুষঙ্গিক বিধান (সংসদে প্রতিনিধিত্বের বিধান সহ এবং

রাজ্যের আইনসভা বা আইনসভাগুলিতে বা এই জাতীয় আইন দ্বারা প্রভাবিত রাজ্যগুলি) সংসদ প্রয়োজনীয় মনে করতে পারে।

(২) অনুচ্ছেদ ৩৬৮-এর উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত অনুরূপ কোনো আইন এই সংবিধানের একটি সংশোধনী বলে গণ্য হবে না।"

অনুচ্ছেদ ৪ প্রভাব হল যে আইন অনুচ্ছেদ ২ বা অনুচ্ছেদ ৩ সাথে সম্পর্কিত। অনুচ্ছেদ ৩৬৮, উদ্দেশ্যে সাংবিধানিক সংশোধনী হিসাবে গণ্য করা হবে না যার মানে যদি আইন অনুচ্ছেদ ৩ অধীনে সক্ষম হয় চুক্তির ক্ষেত্রে, অনুচ্ছেদ ৩৬৮ আহ্বান করা অপ্রয়োজনীয় হবে। অন্যদিকে, এটি সমানভাবে স্পষ্ট যে যদি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আইন প্রণয়ন অনুচ্ছেদ ৩ অধীনে উপযুক্ত না হয় অনুচ্ছেদ ৩৬৮ অনিবার্যভাবে প্রযোজ্য হবে। সমস্যার মূল, অতএব, হল: সংসদ করতে পারেন অনুচ্ছেদ ৩ অধীনে চুক্তির বিষয়ে আইন প্রণয়ন?

আসুন এখন অনুচ্ছেদ ৩ পড়ি। এটি নিম্নরূপ:-"অনুচ্ছেদ ৩ সংসদ আইন দ্বারা-

(ক) কোনো রাজ্য থেকে অঞ্চল বিচ্ছিন্ন করে বা দুই বা ততোধিক রাজ্য বা রাজ্যের কিছু অংশকে একত্রিত করে বা কোনো রাজ্যের কোনো অংশে কোনো অঞ্চলকে একত্রিত করে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠন করে;

(খ) কোন রাজ্যের এলাকা বৃদ্ধি;

(গ) কোন রাজ্যের এলাকা হ্রাস করা;

(d) কোন রাষ্ট্রের সীমানা পরিবর্তন;

(ঙ) কোনো রাজ্যের নাম পরিবর্তন করুন;

তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত সংসদের যেকোনো কক্ষে এই উদ্দেশ্যে কোনো বিল উত্থাপন করা হবে না এবং যদি না, বিলটিতে থাকা প্রস্তাবটি কোনো রাজ্যের এলাকা, সীমানা বা নামকে প্রভাবিত করে৷ . . রেফারেন্সে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বা রাষ্ট্রপতির অনুমতি দেওয়া পরবর্তী সময়ের মধ্যে এবং সেই নির্দিষ্ট বা অনুমোদিত মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।"

প্রথম মুখ অনুচ্ছেদ ৩ ভাষাগত বা অন্য কোনও ভিত্তিতে ভারতের সংবিধান রাজ্যগুলির পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলি দেখা দেবে তা মোকাবেলা করতে দেখা যেতে পারে; কিন্তু এটি অনুচ্ছেদ ৩ সম্পূর্ণ সুযোগ নয়। বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে যে এটি সংবিধানের রাজ্যগুলির অঞ্চলগুলির অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের সাথে সম্পর্কিত ভারত। অনুচ্ছেদ ৩(ক) পার্লামেন্টকে একটি নতুন রাজ্য গঠন করতে সক্ষম করে এবং এটি যে কোনও রাজ্য থেকে ভূখণ্ড আলাদা করে, বা দুই বা ততোধিক রাজ্য বা রাজ্যগুলির অংশগুলিকে একত্রিত করে, বা কোনও অঞ্চলকে কোনও অংশে একত্রিত করার মাধ্যমে করা যেতে পারে। কোন সন্দেহ নেই যে বিদেশী অঞ্চল যা অধিগ্রহণের পরে অনুচ্ছেদ ১(৩)(গ) অধীনে ভারতের ভূখণ্ডের অংশ হয়ে যায়। অনুচ্ছেদ ৩(ক) শেষ ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এই ধরনের অঞ্চলটি, তার অধিগ্রহণের পরে, নতুন রাজ্যে শোষিত হতে পারে যা অনুচ্ছেদ ৩(ক) অধীনে গঠিত হতে পারে এইভাবে । অনুচ্ছেদ ৩(ক) একটি নতুন রাজ্য গঠনের সমস্যা নিয়ে কাজ করে এবং কোন পদ্ধতির মাধ্যমে একটি নতুন রাজ্য গঠন করা যেতে পারে তা নির্দেশ করে।

অনুচ্ছেদ ৩(খ) বিধান করে যে কোনও রাজ্যের এলাকা বাড়ানোর জন্য একটি আইন পাস করা যেতে পারে। এই বৃদ্ধি রাজ্যগুলির পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক হতে পারে যে ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৩(খ) অধীনে একটি রাজ্যে কী যোগ করা হয়। অনুচ্ছেদ ৩(খ) অন্য রাজ্যের এলাকা থেকে বের করা হতে পারে। কোন রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির কথা চিন্তা করে অনুচ্ছেদ ৩(খ) অনুচ্ছেদ ১(৩)(গ) তে নির্দিষ্ট করা অঞ্চলের যে কোনও অংশ যে কোনও রাজ্যে যোগ করার ফলাফল হতে পারে। অনুচ্ছেদ ৩(ঘ) কোনো রাষ্ট্রের সীমানা পরিবর্তনকে নির্দেশ করে এবং এই ধরনের পরিবর্তন অনুচ্ছেদ ৩(ক), (খ) বা (গ) উল্লেখিত যেকোনো সমন্বয়ের ফলাফল হবে। অনুচ্ছেদ ৩(ঙ) যে কোনও রাজ্যের নাম পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে তাতে কোনও অসুবিধা নেই এবং প্রকৃতপক্ষে আমরা যে প্রশ্নগুলি নিয়ে উদ্বিগ্ন তার কোনও উপাদানগত প্রভাব নেই৷ আমরা এখনও অনুচ্ছেদ ৩(গ) বিবেচনা যার নির্মাণ রেফারেন্সের অধীন প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করবে; কিন্তু আগে আমরা অনুচ্ছেদ ৩(গ) ব্যাখ্যা আমরা উল্লিখিত অনুচ্ছেদের সাথে সম্পর্কিত একটি দিক উল্লেখ করতে চাই যা সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করা হয়।

এটা উল্লেখযোগ্য যে অনুচ্ছেদ ৩ পরিভাষায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে বোঝায় না এবং তাই, সেগুলি অনুচ্ছেদ ৩(ক) শেষ ধারায় অন্তর্ভুক্ত হোক বা না হোক কোন সন্দেহ নেই যে তারা অনুচ্ছেদ ৩(খ), (গ), (ঘ) এবং (ঙ) পরিধির বাইরে। অন্য কথায়, যদি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির অঞ্চলে বৃদ্ধি বা হ্রাসের কথা ভাবা হয় বা তাদের সীমানা বা নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়, তবে এটি অনুচ্ছেদ ৩ সাথে

সম্পর্কিত আইন দ্বারা কার্যকর হতে পারে না। এই অবস্থানটি অনুচ্ছেদ ৩(গ) ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

অনুচ্ছেদ ৩(গ) কোনো রাজ্যের আয়তন হ্রাসের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। এই ধরনের হ্রাস ঘটতে পারে যেখানে একটি রাজ্যের এলাকার অংশ বের করে অন্য রাজ্যে যোগ করা হয় এবং সেই অর্থে অনুচ্ছেদ ৩(খ) এবং ৩(গ) কিছু ক্ষেত্রে সহ-সম্পর্কিত বলা যেতে পারে; কিন্তু অনুচ্ছেদ ৩(গ) করে এমন একটি কেস উল্লেখ করুন যেখানে একটি রাজ্যের এলাকার একটি অংশ সেই রাজ্যের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অন্য কোনো রাজ্যে যোগ না করে একটি বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করা হয়? বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল যুক্তি দেন যে অনুচ্ছেদ ৩(গ) ব্যবহৃত শব্দগুলি। একটি বিদেশী দেশের পক্ষে জাতীয় ভূখণ্ডের বরখাস্তের মামলাটি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত যা প্রশ্নে রাজ্যের এলাকা হ্রাসের কারণ। আমরা এই যুক্তি দ্বারা প্রভাবিত না. প্রাথমিকভাবে এটি অযৌক্তিক বলে মনে হচ্ছে যে সংবিধান প্রণেতারা অনুচ্ছেদ ৩(গ) অধীনে জাতীয় ভূখণ্ডের বিলুপ্তির ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। যদি সার্বভৌমত্বের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বিদেশী ভূখণ্ড অধিগ্রহণ করার ক্ষমতা সংবিধান দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রদান করা না হয় তবে জাতীয় ভূখণ্ডের একটি অংশ হস্তান্তর করার ক্ষমতা যেটি সার্বভৌমত্বের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যও প্রদান করা উচিত ছিল তার কোন কারণ নেই। সংবিধান। সার্বভৌমত্বের এই দুটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যই সংবিধানের বাইরে এবং একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ভারত ব্যবহার করতে পারে। অতএব, এমনকি যদি অনুচ্ছেদ ৩(গ) বিস্তৃত ব্যাখ্যা গ্রহণ করে এই যুক্তিটি গ্রহণ করা কঠিন যে এটি একটি বিদেশী রাষ্ট্রের পক্ষে জাতীয় ভূখণ্ডের একটি অংশ বাতিলের ক্ষেত্রে আচ্ছাদিত করে। যে কোনো রাজ্যের ক্ষেত্রফলের হ্রাস যেটিকে বোঝায় তা অনুমান করে যে প্রশ্নে থাকা রাজ্য থেকে এলাকাটি হ্রাস পেয়েছে ভারতের ভূখণ্ডের একটি অংশ হওয়া উচিত এবং অবিরত থাকা উচিত; এটি অন্য কোনো রাজ্যের এলাকা বৃদ্ধি করতে পারে বা অনুচ্ছেদ দ্বারা অনুমোদিত অন্য কোনো পদ্ধতিতে মোকাবিলা করা যেতে পারে। ৩ বা সংবিধানের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিধান, তবে এটি ভারতের ভূখণ্ডের একটি অংশ বলে ক্ষান্ত হবে না। এটি অনুচ্ছেদ ৩(গ) ভাষাকে অযৌক্তিকভাবে চাপিয়ে দেবে। ধরে রাখার জন্য এটি অন্তর্নিহিত দ্বারা জাতীয় ভূখণ্ডের একটি অংশ বন্ধ করার মামলাগুলির জন্য সরবরাহ করে। অতএব, আমরা এটা ধরে রাখতে কোন দ্বিধা বোধ করি না যে জাতীয় ভূখণ্ড হস্তান্তরের ক্ষমতা অনুচ্ছেদ ৩(গ) পড়া যাবে না অন্তর্নিহিত দ্বারা।

আরেকটি বিবেচনা আছে যা অনুচ্ছেদ ৩(গ) গঠনে যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। আমরা ইতিমধ্যে অনুচ্ছেদ ৩ নির্দেশিত হিসাবে পরিভাষায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে বোঝায় না এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে অনুচ্ছেদ ৩(গ) তাদের কভার করে না; এবং তাই, যদি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির একটি অংশকে একটি বিদেশী রাজ্যের কাছে হস্তান্তর করতে হয় তবে অনুচ্ছেদের সাথে সম্পর্কিত কোনও আইন নেই৷ ৩ এই ধরনের ছাড়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত হবে যদি এটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির একটি অংশের প্রকৃত অবস্থান অবসান হয় তবে অবশ্যই অনুচ্ছেদ ৩৬৮ এর সাথে সম্পর্কিত আইন দ্বারা বাস্তবায়িত হতে হবে; এবং যে, আমাদের মতে, দৃঢ়ভাবে নির্মাণ সমর্থন করে যা আমরা অনুচ্ছেদ ৩(গ) স্থাপন করতে আগ্রহী। এমনকি বিদেশী রাষ্ট্রের অনুকূলে কোনো রাজ্যের এলাকা ছাড় দেওয়ার ক্ষেত্রেও। এটি প্রস্তাব করা অযৌক্তিক, অযৌক্তিক এবং অস্বাভাবিক হবে, যেখানে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির একটি অংশের ছাড়পত্রটি অনুচ্ছেদ ৩৬৮ সাথে সম্পর্কিত আইন দ্বারা কার্যকর করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৩ অধীনে আইন দ্বারা রাষ্ট্রীয় অঞ্চলগুলির একটি অংশের ছাড়পত্র কার্যকর করা যেতে পারে। অতএব, আমরা বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেলের যুক্তি মেনে নিতে পারি না যে একটি চুক্তি যার মধ্যে একটি বিদেশী রাষ্ট্রের অনুকূলে ভারতের ভূখণ্ডের একটি অংশ বরখাস্ত করা আছে তা সংসদ কর্তৃক ৩ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আইন পাস করে কার্যকর করা যেতে পারে সংবিধান। আমরা মনে করি যে এই উপসংহারটি অনুচ্ছেদ ৩ একটি ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত নির্মাণের উপর অনুসরণ করে এবং ভারতের ফেডারেল সংবিধানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল যা বর্ণনা করেছেন তার দ্বারা এর বৈধতা নষ্ট হতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল ১৯৫১ সালের আইন XLVI৷ এর বিধানগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যার দ্বারা আসাম রাজ্যের সীমানাগুলি সেই রাজ্যের একটি ভূখণ্ড ভুটান সরকারকে ছেড়ে দেওয়ার ফলে পরিবর্তিত হয়েছিল৷ এই আইনের ধারা ২ এ বিধান করে যে এই আইনের সূচনা হওয়ার পর থেকে আসাম রাজ্যের অঞ্চলগুলি তফসিলে নির্দিষ্ট অঞ্চলের স্ট্রিপ অন্তর্ভুক্ত করা বন্ধ করবে যা ভুটান সরকারকে হস্তান্তর করা হবে এবং রাজ্যের সীমানা। আসামের সেই অনুযায়ী পরিবর্তন করা হয়েছে বলে গণ্য হবে। ধারা ৩ প্রথমটির ফলশ্রুতিগত সংশোধনের বিধান করে। আসামের ভূখণ্ড সম্পর্কিত সংবিধানের প্রথম তফসিলের অংশ এ-এর অনুচ্ছেদ। যুক্তি হল

যখন সংসদ ভুটান সরকারের পক্ষে আসাম রাজ্যের একটি অংশ ছিল এমন ভূখণ্ডের একটি স্ট্রিপ বাতিলের বিষয়ে কাজ করছিল তখন এটি অনুচ্ছেদ ৩ অধীনে সংবিধানের এই আইনটি পাস করার কথা বলেছে। দেখা যাচ্ছে যে এইভাবে দেওয়ানগিরি পার্বত্য ব্লকের প্রায় ৩২ বর্গ মাইল অঞ্চলের ভূখণ্ডটি অর্পণ করা হয়েছিল যা কামরূপ জেলার চরম উত্তর সীমানায় দেওয়ানগিরির একটি অংশ। ভূখণ্ডের এই স্ট্রিপটি মূলত বন দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল এবং শুধুমাত্র ভোটিয়াদের দ্বারা খুব কমই বসবাস করত। বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল এই একক সংবিধির উপর নির্ভর করেননি যেমন আইন প্রথা দেখানো। তিনি এটিকে শুধুমাত্র একটি উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যেখানে সংসদ অনুচ্ছেদ ৩ সংবিধানের সম্পর্কিত একটি আইন প্রণয়ন করে ভুটান সরকারের অনুকূলে আসামের ভূখণ্ডের একটি অংশের ছাড়পত্র কার্যকর করেছে। আমরা মনে করি না যে এই দৃষ্টান্তটি অনুচ্ছেদ ৩ বিধানগুলির সুযোগ এবং প্রভাব নির্ণয় করতে কোনও সহায়তা করতে পারে।

তাই আমাদের উপসংহার হল যে আইনটি অনুচ্ছেদ ৩ সংবিধানের সাথে সম্পর্কিত একটি আইন প্রণয়ন করা সংসদের পক্ষে যোগ্য হবে না চুক্তি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে । বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল স্বীকার করেছেন যে এই উপসংহারটি অনিবার্যভাবে বোঝাতে হবে যে চুক্তিটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইনটি অনুচ্ছেদ ৩৬৮ অধীনে পাস করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৩৬৮ এইভাবে পড়া হয়েছে :-

" অনুচ্ছেদ ৩৬৮ এই সংবিধানের একটি সংশোধনী শুধুমাত্র সংসদের যেকোনো একটি কক্ষে এই উদ্দেশ্যে একটি বিল প্রবর্তনের মাধ্যমে শুরু করা যেতে পারে, এবং যখন বিলটি প্রতিটি হাউসে সেই হাউসের মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা এবং দ্বারা পাস করা হয়। উপস্থিত এবং ভোটদানকারী সংসদের সদস্যদের কম নয় দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ, এটি রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর সম্মতির জন্য উপস্থাপন করা হবে এবং বিলটিতে সম্মতি দেওয়া হলে, সংবিধানের শর্তাবলী অনুসারে সংশোধন করা হবে। বিল:

শর্ত থাকে যে যদি এই ধরনের সংশোধনীতে কোনো পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়-

(ক) অনুচ্ছেদ ৫৪, অনুচ্ছেদ ৫৫, অনুচ্ছেদ ৭৩, অনুচ্ছেদ ১৬২ বা অনুচ্ছেদ ২৪১, অথবা

(খ) পঞ্চম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়, ষষ্ঠ খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়, বা একাদশ খণ্ডের প্রথম অধ্যায়, অথবা

(গ) সপ্তম তফসিলের যে কোনো তালিকা, অথবা

(ঘ) সংসদে রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব, বা

(ঙ) এই অনুচ্ছেদের বিধান,

এই ধরনের সংশোধনীর বিধান তৈরি করে বিলটি সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করার আগে এই সংশোধনীটি রাজ্যের অর্ধেকেরও কম নয় ***-এর আইনসভা দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি যে চুক্তিটি পাকিস্তানের অনুকূলে ভারতের ভূখণ্ডের একটি অংশ বন্ধ করার পরিমাণ; এবং তাই এর বাস্তবায়ন স্বাভাবিকভাবেই অনুচ্ছেদ ১ বিষয়বস্তুর পরিবর্তন এবং এর ফলস্বরূপ সংশোধনকে জড়িত করবে এবং সংবিধানের প্রথম তফসিলের প্রাসঙ্গিক অংশ, কারণ এই ধরনের বাস্তবায়ন অগত্যা ভারতের ইউনিয়নের ভূখণ্ডের হ্রাসের দিকে পরিচালিত করবে। এই ধরনের একটি সংশোধনী অনুচ্ছেদ ৩৬৮ অধীনে করা যেতে পারে। এই অবস্থানটি বিতর্কিত নয় এবং আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি; তাই এটি অনুচ্ছেদ ৩৬৮ অধীনে যে অভিনয় অনুসরণ করে সংসদ ১২ নং বেরুবাড়ি ইউনিয়নের একটি অংশের পাশাপাশি কিছু কোচবিহার ছিটমহল যা বিনিময়ের মাধ্যমে পাকিস্তানকে দেওয়া হয়, সেই চুক্তিকে কার্যকর করতে এবং কার্যকর করার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করতে পারে। সংসদ হতে পারে, যাইহোক, যদি এটি পছন্দ করে, অনুচ্ছেদ ৩ সংবিধানের সংশোধন করে একটি আইন পাস করুন যাতে একটি বিদেশী রাষ্ট্রের পক্ষে ভারতের ভূখণ্ড বাতিলের মামলাগুলি কভার করা যায়। এ ধরনের আইন পাস হলে সংসদ সংশোধিত অনুচ্ছেদ ৩ অনুযায়ী আইন প্রণয়নে সক্ষম হতে পারে প্রশ্নবিদ্ধ চুক্তি বাস্তবায়ন। অন্যদিকে, অনুচ্ছেদ ৩৬৮ অধীনে প্রয়োজনীয় আইন পাস হলে নিজেই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য একাই যথেষ্ট হবে।

আমাদের উল্লেখ করা প্রশ্নগুলির উপর আমাদের মতামত গঠন করার আগে আরও একটি পয়েন্ট উল্লেখ করা স্থানের বাইরে হবে না। আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে অনুচ্ছেদ ৩ সংবিধানের বিধান অনুসারে বলা হয়েছে যে যেখানে বিলটিতে থাকা প্রস্তাবটি কোনও রাজ্যের এলাকা, সীমানা বা নামকে প্রভাবিত করে, সেখানে বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করতে হবে

সেই রাজ্যের আইনসভা সেখানে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার মতামতের জন্য। বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল আমাদের সামনে তাগিদ দিয়েছেন যে সংসদকে অবশ্যই আইনের অধীনে কাজ করতে হবে এবং অনুচ্ছেদ ৩৬৮ অধীনে নয়। চুক্তিটি বাস্তবায়নের জন্য, এটি পশ্চিমবঙ্গের আইনসভাকে প্রশ্নবিদ্ধ অঞ্চল ত্যাগের বিষয়ে তার মতামত প্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবে। যে কোন সন্দেহ সত্য; কিন্তু, যদি তার ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত নির্মাণ অনুচ্ছেদ ৩ অপ্রযোজ্য এই আনুষঙ্গিক পরিণতি এড়ানো যাবে না। অন্যদিকে, এটা স্পষ্ট যে চুক্তির বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আইন যদি অনুচ্ছেদ ৩৬৮ অধীনে পাস করতে হয়। এটিকে উল্লিখিত ধারা দ্বারা নির্ধারিত প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে হবে; বিলটি প্রতিটি হাউসে হাউসের মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং উপস্থিত এবং ভোটদানের কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা পাস করতে হবে; অর্থাৎ, এটি হাউসের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের সম্মতি প্রাপ্ত করা উচিত যা সাধারণত হাউসের প্রধান দলগুলির সম্মতি বোঝাতে পারে এবং এটি এই ধরণের বিষয়ে অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রদত্ত একটি সুরক্ষা।

এই সংযোগে এটা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে অনুচ্ছেদ ১ সংবিধানের সংশোধনী একটি বিদেশী রাষ্ট্রের অনুকূলে ভারতের ভূখণ্ডের যে কোনও অংশকে ছাড় দেওয়ার ফলে অনুচ্ছেদে বিধান দ্বারা নির্ধারিত সুরক্ষাকে আকর্ষণ করে না অনুচ্ছেদ ৩৬৮ কারণ অনুচ্ছেদ ১ বা অনুচ্ছেদ ৩ সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা বিধানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লিখিত দুটি প্রবন্ধকে বিধানের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা উপযুক্ত হবে কিনা তা অনুসন্ধান করা বা বিবেচনা করা আমাদের পক্ষে নয়। এটা সংসদের বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের বিষয়। আমরা সেই অনুযায়ী তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেব।

নিম্নলিখিত হিসাবে আমাদের উল্লেখ: -

প্রশ্ন ১. হ্যাঁ।

প্র. ২. (ক) অনুচ্ছেদ ৩ সাথে সম্পর্কিত সংসদের একটি আইন সংবিধানের অযোগ্য হবে;

(খ) অনুচ্ছেদের সাথে সম্পর্কিত সংসদের একটি আইন সংবিধানের ৩৬৮ উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয়;

(গ) উভয় অনুচ্ছেদের ৩৬৮ এবং অনুচ্ছেদ ৩ সাথে সম্পর্কিত সংসদের একটি আইন।

শুধুমাত্র প্রয়োজন হবে যদি সংসদ প্রথমে একটি আইন সংশোধন করার জন্য নির্বাচন করে অনুচ্ছেদ ৩

উপরে নির্দেশিত হিসাবে; সেক্ষেত্রে সংসদকে অধীনে অনুচ্ছেদ ৩৬৮ সেই লাইনগুলিতে একটি আইন পাস করতে হতে পারে। এবং তারপরে সংশোধিত অনুচ্ছেদ ৩ সাথে সম্পর্কিত একটি আইনের সাথে এটি অনুসরণ করুন চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ।

প্রশ্ন ৩. প্রশ্ন ২ এর উত্তর (ক), (খ) এবং (গ) এর মতই।

রেফারেন্স অনুযায়ী উত্তর।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।